সমন্বিত
পঞ্চায়েত পরিকল্পনা
রচনার নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
এপ্রিল ২০০৯

সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার নির্দেশিকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	*বিষয়*	*পৃষ্ঠা*
	গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ : লক্ষ্য ও অভিমুখ [পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ প্রকাশিত **গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা** শীর্ষক পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত]	
	২০০৯-১০ সালের জন্য সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা সম্বন্ধে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আদেশনামা	
প্রথম অধ্যায়	**পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়**	১-৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা**	৯-১৫
তৃতীয় অধ্যায়	**স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা**	১৬-১৯
চতুর্থ অধ্যায়	**সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা**	২০-২৫
পঞ্চম অধ্যায়	**গ্রামীণ আবাসনের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা**	২৬-৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সামাজিক সহায়তার জন্য পরিকল্পনা**	৩১-৩৪
সপ্তম অধ্যায়	**সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা**	৩৫-৩৯
অষ্টম অধ্যায়	**সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে নিজস্ব আয় এবং নিঃশর্ত তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার** (নিজস্ব আয়, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ, রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ বরাদ্দ)	৪০-৫১
নবম অধ্যায়	**এলাকা-ভিত্তিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা সমন্বিত মানচিত্রের সহায়তা**	৫২-৫৩
দশম অধ্যায়	**পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, অন্যান্য সহায়তা এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় ও তদারকি**	৫৪-৫৬
সংযোজনী	১) সংযোজিত সারণীগুলি সম্বন্ধে দু-চার কথা ২) গ্রাম সংসদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের ছক ৩) গ্রাম সংসদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের সারমর্মের ছক (ফর্ম ৩৪) ৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রভিত্তিক ও উপ-সমিতিভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের ছক ৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার উপ-সমিতিভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের সারমর্মের ছক (ফর্ম ৩৫) ৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের সারমর্মের ছক (ফর্ম ৩৬) ৭) পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের ছক ৮) পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার স্থায়ী সমিতিভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের সারমর্মের ছক ৯) পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের সারমর্মের ছক	৫৭-৭২

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ : লক্ষ্য ও অভিমুখ

[পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ প্রকাশিত
গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা
শীর্ষক পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত]

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে .... পঞ্চায়েত পরিকল্পনার নানান দিক সম্বন্ধে এই পুস্তিকায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । তাই এই মুখবন্ধে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি না করে এই রাজ্যে কাঙ্ক্ষিত বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ও অভিমুখ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব ।

বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ কেবলমাত্র উপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়; বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য সমাজের সবচেয়ে নীচের তলায় সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন । বিকেন্দ্রীকরণকে কতটা সমাজের সবচেয়ে নীচের তলায় সাধারণ মানুষের স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, তার উপরই নির্ভর করবে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ তথা পঞ্চায়েতের সাফল্য ।

এই প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের আশু ও দূরবর্তী লক্ষ্য হল প্রধানত তিনটি । প্রথমত, পঞ্চায়েতের সকল কাজে দল-মত নির্বিশেষে এলাকার সব মানুষকে যুক্ত করা । এলাকার মানুষই তাদের সমস্যাগুলি সব থেকে ভালো করে বুঝতে পারেন । তাই তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান করার জন্য তারা যে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, সেই কাজের পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে শুধু তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নয়, তার রূপায়ণ ও তদারকির ক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করাই পঞ্চায়েতের অন্যতম লক্ষ্য ।

দ্বিতীয়ত, সব মানুষ উন্নয়নে সমান ভূমিকা পালন করবেন এ কথা বলা হলেও বাস্তবে নানান ধরনের বৈষম্য আছে : যেমন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য । যারা গরিব তারা সমাজে সব দিক থেকে পিছিয়ে থাকেন এবং দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থার অধিকাংশ সুফল থেকে সাধারণত বঞ্চিত হন । তফসিলী জাতি/আদিবাসী/অনগ্রসর/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এবং বিশেষত মহিলারা নানান সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন । আবার ক্ষমতায় নেই এমন রাজনৈতিক মতাদর্শী মানুষের সমস্যাগুলি সব সময় গুরুত্ব পায় না । এই সব বৈষম্যের কারণে, উন্নয়নের প্রশ্নে সাধারণত সকলের মতামত সমান প্রাধান্য পায় না এবং সকলের কণ্ঠস্বর সরব করার জন্য তেমন বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় না । উন্নয়নের যে কাজ হয়ে থাকে, তার সুফল কতটা এই সব পিছিয়ে পড়া ও নানান বৈষম্যের শিকার যারা সেই সব মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে, কতটা তাদের কাজে লাগছে এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তনে সেগুলি কী ভূমিকা গ্রহণ করছে - এগুলি সুনিশ্চিত করাই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য এবং সাফল্যেরও মাপকাঠি ।

তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষ তাদের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরাই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারেন - বর্তমান ব্যবস্থায় কোনটা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব নয় । তারাই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারেন এবং বলতে পারেন - কোন ক্ষেত্রে কী কী বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে বা হতে পারে । কীভাবে কোন বাধা বা সীমাবদ্ধতা কতখানি দূর করা যায় তাও তারা নিজেরাই সবচেয়ে ভালো উপলব্ধি করতে পারেন । সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিলে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিলে তাদের চেতনা বাড়বে; যে রকম সমাজ বা দেশ তারা গড়ে তুলতে চান সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যে সচেতনতার দরকার তা তারা নিজেরাই অর্জন করতে সক্ষম হবেন । স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্বনির্ভর মানুষ, উন্নত চেতনার মানুষ । স্বনির্ভর ও উন্নত চেতনার মানুষ তৈরি করার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ।

এই লক্ষ্যেই ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে গ্রাম সংসদ স্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে বিধিবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সদস্য, গ্রাম সংসদ স্তরে

কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধি, ওই স্তরে কর্মরত সরকারি কর্মচারী ও স্থানীয় স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধিদের রাখার ব্যবস্থা রয়েছে । গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির হাতে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে । এটি হল বিকেন্দ্রীকৃত ও শক্তিশালী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার অভিমুখ ।

নির্বাচনের মাধ্যমে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও সুশাসন নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর - যার মধ্যে প্রধানগুলি হল স্বচ্ছতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা । বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাকে সফল করার মূলমন্ত্রও এগুলি । আর একটি কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন মাত্র, কখনোই তার বিকল্প হতে পারেন না । একমাত্র জনগণ নিজেই পারেন তার উন্নয়ন ঘটাতে এবং ইতিহাস রচনা করতে । পঞ্চায়েতের ভূমিকা হল সহায়কের, নিয়ন্ত্রণমুক্ত ভাবে সহায়তা করাই তার প্রধান দায়িত্ব । দায়িত্ব না ছাড়তে পারলে জনগণ দায়িত্ব নেবেন কীভাবে ? এককভাবে পঞ্চায়েতের বা সরকারের শক্তি ও উদ্যোগ মানুষের উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় । পঞ্চায়েতের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল মানুষের সংগঠিত ও সচেতন উদ্যোগের উপর । জনগণ যখন দায়িত্ব নিতে পারবেন এবং দায়িত্ব পালন করতে করতে তাদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বাড়বে, কেবল তখনই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে, মানুষের পঞ্চায়েত হিসাবে উন্নীত হবে । পঞ্চায়েতকে হয়ে উঠতে হবে সমাজের সব থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিষ্ঠান; যার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না বা যিনি এসে তার সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারেন না - এমন মানুষের প্রতিষ্ঠান । এদের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সমাধান করাই পঞ্চায়েতের সংবেদনশীলতার মাপকাঠি ।

যেহেতু প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণের শর্ত হল সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন ও গণ-উদ্যোগ তৈরি করা, অতএব উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে তার সুফল কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হবে না । বিকেন্দ্রীকরণের সাফল্য নির্ভর করবে পঞ্চায়েতকে কতটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তার উপর । এই কাজ কোনও একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার । এই কাজে সামিল করতে হবে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ।

তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু সহ সমাজের সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর এবং সাধারণভাবে মহিলাদের, বিশেষত এই সব পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদের, অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রধান ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করাই .... পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য । সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রক্রিয়াকে ক্রমশ একটি আন্দোলনের রূপ দিতে হবে ।

ডিসেম্বর ২০০৫

ডা: সূর্য্যকান্ত মিশ্র
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
এবং
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

স্মারক সংখ্যা :২৬৩৪/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই-১/২০০৮ **তাং: ১৬/৪/২০০৯**

প্রেরক
ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব

প্রাপক
১। সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ (সকল)/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
২। জেলা শাসক, ... (সকল)
৩। অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ...জেলা পরিষদ (সকল)/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
৪। সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)
৫। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ... (সকল)
৬। প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত (সকল)

বিষয় : ২০০৯-১০ সালের জন্য সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা

মহাশয়া / মহাশয়,

একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০০৭-১২) সম্বন্ধে এবং তার অঙ্গ হিসাবে বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের পক্ষ থেকে জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । তার ভিত্তিতে অধিকাংশ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০০৭-১২) খসড়া তৈরি করে জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে জমা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে । যেহেতু ইতিমধ্যে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি নতুনভাবে গঠিত হয়েছে, অতএব প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই, ২০০৯-১০ সালের জন্য একটি করে সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন ।

২। এই প্রসঙ্গে নীচে উল্লিখিত গ্রন্থ এবং / অথবা নির্দেশিকার সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন :

ক) ভারত সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রক প্রকাশিত *Planning at the Grassroots Level*

খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ প্রকাশিত *Approach to the eleventh five year plan for West Bengal (2007-12)*

গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ থেকে জারি করা ২০০৯-১০ সালের জেলা পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় নির্দেশিকা (স্মারক সংখ্যা ১০২ তাং ১৬/৯/২০০৮)

ঘ) ভারত সরকারের পরিকল্পনা আয়োগ প্রকাশিত *Manual for Integrated District Planning*

ঙ) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকাশিত *Roadmap for the Panchayats in West Bengal - A Vision Document*

৩।	উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সব কয়টি গ্রন্থ এবং/অথবা নির্দেশিকা ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের অথবা পরিকল্পনা আয়োগের অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের কিংবা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যাবে ।

৪।	উপরে উল্লিখিত প্রত্যেক গ্রন্থে এবং/অথবা নির্দেশিকায় স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় উপাদান পাওয়া যাবে । তথাপি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে এই পত্রের সঙ্গে সংযোজিত অধ্যায়গুলিতে পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হল । এগুলির উপর ভিত্তি করে ২০০৯-১০ সালের জন্য আপনার পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি করে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করে জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে অবিলম্বে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই ।

৫।	এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার ৯২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা তৈরির জন্য নিবিড় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং এগুলির মধ্যে বেশির ভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ সালের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে । এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই বিভাগ প্রকাশিত ***গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের পদ্ধতিগত রূপরেখা*** নামে পুস্তিকাটি অনুসরণ করেছে । অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতেও পুস্তিকাটিতে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে ।

৬।	পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তার জন্য মাঝেমধ্যেই লোকশিক্ষা সঞ্চারের মাধ্যমে সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে । এ সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ই-মেল/পত্র মারফত এই বিভাগের বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা সহায়তা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।

আপনার বিশ্বস্ত

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

স্মারক সংখ্যা :২৬৩৪/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই-১/২০০৮		**তাং: ১৬/৪/২০০৯**

সংযোজনী সহ এই পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হল :

১) প্রধান সচিব, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২) কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ
৩) শ্রীমতী/শ্রী ...., বিশেষ সচিব/যুগ্ম সচিব/উপ-সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৪) মহকুমা শাসক, ... (সকল)
৫) জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক, ... (সকল)
৬) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... (সকল)
৭) জেলা সঞ্চালক, জেলা কর্মসূচি সঞ্চালন শাখা, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি, ... জেলা
৮) শ্রীমতী/শ্রী ....

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়

১ । প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিকল্পনার বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অনেক উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে । কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এখনও নির্ধারিত মানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি । তা হল ঠিক সময়ে যথাযথভাবে পরিকল্পনা করে উন্নয়নের কাজ করা । ভারতের সংবিধানে এবং পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে ও বিধিতে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে । সারা বছর ধরে তিন স্তরের পঞ্চায়েতকে যে সব কাজ করতে হয় তার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ । কিন্তু এই উপলব্ধি এখনও সব স্তরে সকলের মধ্যে তৈরি হয়নি । মূলত এখন যা করা হচ্ছে তা হল সরকার থেকে বরাদ্দ এলে তা খরচ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া বা স্কিম-ভিত্তিক পরিকল্পনা করা এবং তার রূপায়ণ করা, অথচ যা দরকার তা হল বিষয়-ভিত্তিক সামগ্রিক পরিকল্পনা ।

বস্তুত পরিকল্পনার জন্য যা করা দরকার তা হল - অনেক আগে থেকে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা, লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা, লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে কী কী সম্পদ আছে তা চিহ্নিত করা, সম্ভাব্য বাধাগুলি চিহ্নিত করা এবং বাধাগুলি দূর করে কীভাবে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে তা উপলব্ধি করে করণীয় কাজের রূপরেখা ঠিক করা । ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাস্তব-সম্মত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করা পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান কাজ ।

২ । পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য

পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার **প্রথম মূল লক্ষ্য** হবে দ্রুতভাবে এলাকার দারিদ্র দূর করা । **দ্বিতীয় মূল লক্ষ্য** হবে সমাজের বৈষম্যগুলি দূর করা । সমাজের একটি বড় অংশ নানান দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে - যেমন সাধারণভাবে নারী, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত পরিবার । পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তাদের সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের সমস্ত অংশকেই সামিল করতে হবে । সমাজে যারা সাধারণভাবে পিছিয়ে থাকেন, সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল করা (inclusiveness) অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ । **তৃতীয় মূল লক্ষ্য** হবে সাধারণভাবে এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া । **চতুর্থ মূল লক্ষ্য** হবে এলাকার জনসাধারণের জীবনের মান বাড়ানো । সমাজে যারা সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে থাকেন, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানোই হবে পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি ।

পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার সময় প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দের লক্ষ্যগুলিকেও (Millennium Development Goals) মাথায় রাখতে হবে । সংক্ষেপে এগুলি হল :

লক্ষ্য-১: চরম দারিদ্র ও অনাহার দূর করা
লক্ষ্য-২: সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা
লক্ষ্য-৩: লিঙ্গবৈষম্য দূর করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন
লক্ষ্য-৪: শিশুমৃত্যু কমানো
লক্ষ্য-৫: নিরাপদ মাতৃত্ব সুনিশ্চিত করা
লক্ষ্য-৬: এড্‌স, ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করা
লক্ষ্য-৭: পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
লক্ষ্য-৮: বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলে একসঙ্গে কাজ করা

পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার সময় দেশের একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী এক বছরের ও একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের জন্য জেলার লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং সেই অনুসারে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তাদের লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে । বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকাশিত ***Roadmap for the Panchayats in West Bengal - A Vision Document*** - এই নথিতে সূচিত দিশার ভিত্তিতে এলাকা-ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক ।

৩ । ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনার জন্য সম্পদ

পরিকল্পনার করার জন্য প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েতকে যেমন নিজ নিজ এলাকার সমস্যাগুলি বুঝতে হবে, তেমনি সম্পদগুলিকেও খুঁজতে ও বুঝতে হবে । পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সম্পদ হল **প্রাকৃতিক সম্পদ** - অর্থাৎ জমি, জল, গাছপালা, প্রাণীসম্পদ ইত্যাদি । কীভাবে এগুলিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানো যায়, কীভাবে জীবিকার মান বাড়ানো যায় - সে সম্বন্ধে প্রত্যেককে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে । দ্বিতীয় প্রধান সম্পদ হল **মানব সম্পদ** । মানব সম্পদের দুইটি অংশের কথা মাথায় রাখতে হবে - এখন যারা উৎপাদন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের মানব সম্পদের অর্থাৎ শিশুদের বিকাশের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া । মানব সম্পদ বিকাশের অঙ্গ হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য পরিকল্পনা করা পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান কাজ । তৃতীয় ধরনের সম্পদ হল **পরিকাঠামো** । শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য ও জীবিকার উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো এবং তার সঙ্গে রাস্তাঘাট, হাটবাজার, সেচ, বিদ্যুতের ব্যবস্থা ইত্যাদি । তবে কেউ কেউ পরিকাঠামো তৈরিকেই উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি মনে করেন - এই ধারণা সার্বিক উন্নয়নের পরিপন্থী । চতুর্থ প্রধান সম্পদ হল **সামাজিক সম্পদ** । এই সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক সক্ষমতা, দল-মত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে চলার মানসিকতা ও পরিষেবা দেওয়ার দক্ষতা এবং অন্য দিকটি হল যারা পরিষেবা পাবার অধিকারী তাদের পরিষেবা দাবি করার ও নেওয়ার সাংগঠনিক ক্ষমতা । এই দ্বিতীয় দিকের মধ্যে রয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি এবং সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা (যেমন স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে) । পঞ্চম প্রধান সম্পদ হল **আর্থিক সম্পদ**, যা না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয় । আর একটি প্রধান সম্পদ হল সময়, যা একবার চলে গেলে কোনও ভাবেই ফিরে পাওয়া যায় না । পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এই সময় সম্পদের তাৎপর্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । পঞ্চায়েতের কোনও সদস্য পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন । এই পাঁচ বছরের মধ্যে এক একটি দিনকে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে কাজে লাগাতে হবে । অর্থাৎ কত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায়, তার জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রতিষ্ঠানকে সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে হবে ।

৪ । যথাযথ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্ভাব্য বাধা

উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নয়নের প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে একযোগে কাজ করার অক্ষমতা, ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি । আর একটি মনোভাব জনিত বাধা হতে পারে সাধারণ মানুষের ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষমতা ছাড়ার অক্ষমতা । এছাড়া অন্যান্য বাধাগুলি হতে পারে ক্ষুদ্র স্বার্থে জড়িয়ে পড়া, সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে না পারা, সহমতের ভিত্তিতে যৌথ প্রক্রিয়ায় কাজ করার অক্ষমতা । বিরোধী পক্ষ বা ভিন্ন মনে বিশ্বাসীদের সঙ্গে নিয়ে চলতে পারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি প্রধান দিক । এই ক্ষমতার অভাবে অনেক সময় উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় । আর একটি প্রধান বাধা হতে পারে প্রকৃত বাধাগুলি চিনতে না পারা । দারিদ্র, অশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, সবাইকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল করার অক্ষমতা - এগুলিকে প্রকৃত বাধা হিসাবে চিনতে পারার পরিবর্তে যারা ভিন্নমতে বিশ্বাসী তাদের বিরোধী হিসাবে দেখার সঙ্কীর্ণ মনোভাবের কারণে উন্নয়নের গতি অনেক সময় থমকে থাকে । গণতান্ত্রিক

রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব নয়, এই বাধাগুলি দূর করতে না পারলে টেঁকসই উন্নয়নও সম্ভব নয় ।

৫ । যথাযথভাবে পরিকল্পনার জন্য কীভাবে অগ্রসর হতে হবে

যথাযথভাবে পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ হল যাবতীয় সমস্যাকে গভীরভাবে বোঝা । সাধারণভাবে পরিকল্পনা করার সময় কোন কাজ কতটা করতে হবে তা ঠিক করা হয়; কিন্তু বর্তমান অবস্থান কোথায়, মোট কতটা করতে হবে বা লক্ষ্য কী, এখনই কী কী ও কতটা করা সম্ভব - এই সমস্ত বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করা হয় না । সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই । অর্থাৎ, এক একটি সময়ে এক একটি মাইল-ফলক পার হওয়া যায়, কিন্তু উন্নয়ন শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে এমন কথা ভাবা যায় না । বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা হতে পারে - এলাকায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত শিশুর বিদ্যালয়-শিক্ষা নিশ্চিত করা । এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হবে সমস্ত শিশুকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার আওতায় আনা এবং গুণগত মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করা । উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সময়ের নিরিখে দীর্ঘমেয়াদী ও বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা স্থির এবং তার ভিত্তিতে উন্নয়নের দিক-নির্দেশ নির্ণয় করা পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার একটি প্রাথমিক ধাপ । যেহেতু পরিকল্পনার জন্য সম্পদ প্রায়ই সীমিত থাকে, তাই একইভাবে সম্পদের নিরিখেও দীর্ঘমেয়াদী ও বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার ক্ষেত্রে করণীয় কাজগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

এখন প্রশ্ন হল, কার বা কাদের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নিরূপণ করা হবে ? এই প্রসঙ্গে সকলকে উপলব্ধি করতে হবে যে, যাদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হবে, তাদের হয়ে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা গণতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হবে । যাদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়, তাদের মতামতকেই প্রাধ্যন্য দিতে হবে । যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের মতামতই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে । এই উদ্দেশ্যে সহভাগী পদ্ধতিগুলি খুবই কার্যকর হয়ে উঠেছে (যেমন সহভাগী মানচিত্র, পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে পরিবার ভিত্তিক ও সমষ্টি-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, ভেদরেখা চিত্র ইত্যাদি) । গ্রাম সংসদ স্তরে পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক করে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেসব প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেগুলির ভিত্তিতে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি । এই উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার এবং ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবাকে কাজে লাগানো অত্যন্ত উপযোগী হবে । এ সম্পর্কে পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

৬ । বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি এবং পঞ্চায়েতের স্তর ভিত্তিক কর্ম মানচিত্র

পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি (principles of sunsidiarity) অনুসরণ করতে হবে । লক্ষ করা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি সম্বন্ধে হয় স্বচ্ছ ধারণা নেই, নয়তো ভুল ব্যাখ্যা করা হয় । এই নীতির অর্থ হল - স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের যে স্তরে যে কাজ করা প্রয়োজন ও সম্ভব, সেই স্তরেই যাতে সেই কাজ করা হয় এবং কোনওভাবেই তার উপরের স্তরে না করা হয় তা সুনিশ্চিত করা । উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোনও কাজের অর্থমূল্য যদি ২ লক্ষ টাকা বা তার কম হয়, তাহলে ওই কাজ কেবল গ্রাম পঞ্চায়েতই করতে পারবে, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ করতে পারবে না । কিন্তু ২ লক্ষ টাকার বেশি অর্থমূল্যের কাজও গ্রাম পঞ্চায়েত অবশ্যই করতে পারবে, যদি সেখানে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন না হয় । অনুরূপভাবে, কোনও কাজের অর্থমূল্য যদি ১০ লক্ষ টাকা বা তার কম হয়, তাহলে কেবল পঞ্চায়েত সমিতিই সেই কাজ করতে পারবে, জেলা পরিষদ করতে পারবে না । তার মানে এই

নয় যে, ১০ লক্ষ টাকার অধিক অর্থমূল্যের কোনও কাজ পঞ্চায়েত সমিতি করতে পারবে না । বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি সম্বন্ধে এই যথাযথ ধারণার বিপরীত কোনও ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিকল্পনা করলে তা রাজ্য সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের নীতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে । তবে, ছোট অঙ্কের অর্থমূল্যের কোনও কাজের জন্য যদি উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তা অবশ্যই উচ্চতর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে এবং কোনও প্রকল্পের কারিগরি বিষয়ের ভেটিং সংক্রান্ত যে সকল নিয়ম রয়েছে, তা পৃথকভাবে প্রযোজ্য হবে । বস্তুত, বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি এবং কোনও প্রকল্পের কারিগরি বিষয়ের ভেটিং - এই দুইটি পৃথক ধারণা; এই দুইটি ধারণাকে সমার্থক মনে করলে তা ভুল হবে ।

রাজ্য সরকারের জারি করা কর্ম মানচিত্রে (Activity Mapping) উল্লেখ করা কাজের বিন্যাসও একইভাবে অনুসরণ করতে হবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে জারি করা কর্ম মানচিত্র সম্বন্ধীয় নির্দেশিকা এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য মুখ্য সচিবের স্বাক্ষরিত নির্দেশিকা - উভয়কেই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ।

৭ । পরিকল্পনার জন্য অর্থের যোগান ও মেলবন্ধন

এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (Schematic Action Plan) তৈরি করা হয় । এক একটি প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা কর্ম পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না । যেমন পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির (BRGF) জন্য কর্ম পরিকল্পনা অথবা জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির (NREGS) জন্য কর্ম পরিকল্পনা আলাদাভাবে তৈরি করতে হয় । কিন্তু প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে সমন্বিত পরিকল্পনা করতে হবে - যাতে ওই পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দ্বারা রূপায়িত সব কয়টি প্রকল্প বা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয় বজায় থাকে ।

প্রত্যাশিত মেলবন্ধন সম্বন্ধে ধারণার অন্য দিকটি হল এই যে, বাস্তব প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোনও কাজের জন্য একাধিক কর্মসূচি বা প্রকল্পের বরাদ্দকে কাজে লাগাতে হবে । যেমন, ধরা যাক, জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় একটি রাস্তার উপর মাটি ফেলার কাজ করা হল । অন্য দিকে, সেই রাস্তার উপর একটি ছোট সেতু তৈরির বরাদ্দ পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি (BRGF) থেকে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হল । আবার, ধরা যাক, জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় তফসিলী জাতি বা আদিবাসী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক পরিবারের বাস্তুভিটার উন্নয়ন করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হল; অন্য দিকে ওই পরিবার বা পরিবারগুলির বাড়ি তৈরির জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনার বরাদ্দ ব্যবহার করা হল । আবার, এর মধ্যে কোনও পরিবারের যদি বাস্তুভিটা না থাকে, তাহলে চাষ ও বসবাসের জন্য জমি কেনার প্রকল্প থেকে সেই পরিবারের জন্য বাস্তুভিটা কেনার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে ।

পরিকল্পনা তৈরির আগে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে বিগত এক বা দুই বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের নিরিখে অনুমিত বরাদ্দের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । খুবই ভালো হয় যদি প্রত্যেক বিভাগের পক্ষ থেকে বা প্রত্যেক উচ্চতর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০৯-১০ সালের জন্য প্রাপ্য বরাদ্দ সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া যায় । যেহেতু এই বিষয়ে এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়, অতএব আগের বছর (২০০৭-০৮) এবং বর্তমান বছরের (২০০৮-০৯) প্রাপ্ত বা প্রত্যাশিত বরাদ্দের উপর ১০% যোগ করে ২০০৯-১০ সালের জন্য বরাদ্দ সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে । যাই হোক, পরিকল্পনা তৈরির আগে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব সম্পদ, জনগণের অবদান এবং বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত বরাদ্দের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নিরূপণ করে পরিকল্পনার বাজেট তৈরি করতে হবে ।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের বিশদ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যা খরচ ধার্য হবে আইনি বাধ্যবাধকতা হেতু বার্ষিক বাজেটে সেই পরিমাণ টাকার সংস্থান থাকতে হবে অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে এবং এই দুইটিকে এক ও অভিন্ন হতে হবে।

পরিকল্পনার অর্থের যোগানের প্রসঙ্গে বরাদ্দের ধরন সম্বন্ধেও অবহিত থাকতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দের সিংহভাগই কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি প্রকল্প বা কর্মসূচির আলাদা আলাদা নিয়মনীতি ও চাহিদা অনুযায়ী উপ-পরিকল্পনা করতে হবে। যেমন, বার্ধক্য ভাতার জন্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে ঠিক সময়ে প্রাপকদের কাছে বার্ধক্য ভাতার টাকা পৌঁছে দেওয়া। আর এক ধরনের বরাদ্দ আংশিক নিঃশর্ত, অর্থাৎ পুরোপুরি নিঃশর্ত নয় (যেমন জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি)। তৃতীয় ধরনের বরাদ্দ পুরোপুরি নিঃশর্ত এবং হক (entitlement)-এর ভিত্তিতে পাওয়া যায় (যেমন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন বাবদ বরাদ্দ বা রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ বা পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি বা BRGF)। এই তৃতীয় ধরনের বরাদ্দের পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্য আগে থেকে জানা যায়, ফলে এগুলির জন্য পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সুবিধা হওয়ার কথা এবং এই ধরনের বরাদ্দগুলি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক।

৮। পরিকল্পনার জন্য তথ্যের উৎস

প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নীচে উল্লিখিত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

- পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য (যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হয়েছে, সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতে বিপুল প্রাথমিক তথ্যের ভাণ্ডার তৈরি করা সম্ভব)।
- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য।
- পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের স্ব-মূল্যায়ন থেকে পাওয়া তথ্য।
- ১৭টি সূচকের নিরিখে জেলাভিত্তিক ও ব্লকভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের উন্নয়নের চিত্র।
- পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির সহায়তায় সংগ্রহ করা তথ্য (BRGF Baseline)।
- জনগণনা এবং অন্যান্য সুমারি থেকে পাওয়া তথ্য।
- বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য।
- জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন।

উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলির মধ্যে কখনও কখনও গরমিল বা অসঙ্গতি লক্ষ করা গেলেও এগুলির ভিত্তিতে এলাকার জনসাধারণের বর্তমান অবস্থান সম্বনে অনুমান করা সম্ভব।

৯। পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে

ক) পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায়, বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায়, কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কেবল জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির সহায়তা নিয়েই গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান প্রধান বিবেচ্য হলেও নীচে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে :

- নিজ নিজ এলাকার জন্য শ্রম পরিকল্পনা (labour plan)

- ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি (যেমন বাস্তুভিটার উন্নয়ন, জমি সমতলীকরণ বা জমির উন্নয়ন, পুকুর বা কুঁয়া খোঁড়া ইত্যাদির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা তৈরি, ফলের বাগান বা অর্থকরী গাছ লাগানো), যাতে পরিবারে আয়ের সুযোগ বাড়ে
- সমষ্টিগতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, জমির উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভূমি সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ, সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বনসৃজন, উদ্যান পালন, ফলের গাছ লাগানো ইত্যাদি
- যেখানে সম্ভব ফুল চাষ ও সব্জি চাষের উদ্দেশ্যে গ্রিন হাউস তৈরির জন্য পরিকাঠামো
- গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা
- স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে নার্সারি তৈরি

খ) সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলিকে (যেমন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ-কল্যাণ) বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

গ) নিছক স্কিম-ভিত্তিক উন্নয়নের ধারণা থেকে বেরিয়ে থিম বা বিষয়-ভিত্তিক উন্নয়নের ধারণাকে অবলম্বন করে পরিকল্পনা করতে হবে ।

ঘ) পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায় স্বনির্ভর দল ভিত্তিক উন্নয়নের কাজকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে । এই কর্মসূচির সহায়তায় বিশেষত নারীদের সংগঠিত হতে সহায়তা করা, তাদের জীবিকার সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তাদের সপক্ষে উৎপাদনের উপযোগী পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা, একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারের অন্তত এক জন সদস্যকে কোনও না কোনও স্বনির্ভর দলের আওতায় আনা, উপ-সংঘ, সংঘ ও মহাসংঘ গড়ে তোলা, উৎপাদনের জন্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও ঋণের সুযোগ বাড়ানো, উৎপাদিত জিনিসের গুণগত মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদির জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে হবে ।

ঙ) পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি (BRGF)-কে কাজে লাগিয়ে এলাকার সামাজিক পরিকাঠামো যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

চ) পিছিয়ে পড়া হিসাবে চিহ্নিত গ্রামগুলির (backward village) উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক কাজগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ।

ছ) ছকে-বাঁধা পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিঃশর্ত তহবিল বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দকে দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য বেশি করে কাজে লাগাতে হবে এবং সার্বিকভাবে এলাকার জনসাধারণের কল্যাণ হয় এমন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে (যেমন, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে নিয়মিত পরিষেবা দেওয়া) ।

জ) এলাকাগত বৈষম্য দূর করা এবং গোটা ভৌগোলিক এলাকা ধরে উন্নয়নের বিষয়কে (spatial planning) অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

ঝ) সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা - এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ।

ঞ) প্রতিষ্ঠান হিসাবে পঞ্চায়েতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা করা, কম্পিউটারের সহায়তায় পঞ্চায়েতের (বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েতের) হিসাব রাখার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে একটি করে খঐজ ইনরর স্থাপন করা (যেখানে ৬-৭টি কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি থাকবে) - এই সব কাজকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

১০ । ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবার ব্যবহার

ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা (GIS) ভিত্তিক মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে পরিকল্পনার গুণগত মান বাড়ানোর বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে । এক দিকে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সহভাগী প্রক্রিয়ায় মানচিত্র আঁকা, অন্য দিকে ওই সব মানচিত্রের সহায়তায় ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা ভিত্তিক মানচিত্রের ব্যবহারের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে । এই ধরনের মানচিত্রের সুবিধা হল, নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এই মানচিত্র দেখতে ও ব্যবহার করতে পারবেন । এছাড়া সমস্যার মানচিত্র (problem map), তদারকির মানচিত্র (monitoring map) ইত্যাদিও এই পরিষেবার মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হবে । এই বিষয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে মানচিত্র তৈরি করে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে । আশা করা যাচ্ছে, ২০০৯-১০ সালের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মানচিত্র - যেখানে প্রধান প্রধান রাস্তা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের কিছু তথ্য থাকবে । আগামী দিনে সমস্ত পরিকল্পনার কাজে ওই মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে ।

১১ । পরিকল্পনার জন্য সফ্টওয়ারের ব্যবহার

ভারত সরকারের NIC নামে সংস্থার তৈরি করা PlanPlus নামে একটি কার্যোপযোগী সফ্টওয়্যার প্রয়োগ করে পরিকল্পনা ও তদারকি ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় । ইতিমধ্যে NIC নামে সংস্থার সহায়তায় এই বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে - যাতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা তৈরি, রূপায়ণ এবং তদারকির কাজে আরও দক্ষতা অর্জন করতে পারে ।

১২ । পঞ্চায়েতের তিন স্তরের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়

গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা তৈরির কাজকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে - যাতে সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত মজবুত হতে পারে । এই কাজে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে । যাই হোক, গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় দুই ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : যে কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই করতে পারবে, এবং যে কাজগুলি করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতির কাছে সুপারিশ করবে । অনুরূপভাবে, পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনাতেও দুই ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : যে কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতি নিজেই করতে পারবে, এবং যে কাজগুলি করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের কাছে সুপারিশ করবে । একইভাবে জেলা পরিষদের পরিকল্পনাতেও দুই ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : যে কাজগুলি জেলা পরিষদ নিজেই করতে পারবে, এবং যে কাজগুলি করার জন্য জেলা পরিষদ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের কাছে সুপারিশ করবে । এইভাবে পরস্পরের পরিকল্পনার সমন্বয়ে সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়কে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিতে হবে । এ বিষয়ে কোনও সমস্যা হলে জেলা পরিকল্পনা কমিটির পরামর্শ ও সহায়তা নিতে হবে ।

পঞ্চায়েত পরিকল্পনার সমন্বয়ের আর একটি দিক হল গ্রামীণ এবং পৌর এলাকার পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা । পৌর এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির এবং পৌর এলাকার কিছু কিছু সমস্যার (যেমন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ) ধরন অভিন্ন হতে পারে । এই সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও পুরসভার পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে । এ বিষয়ে কোনও সমস্যা হলে জেলা পরিকল্পনা কমিটির পরামর্শ ও সহায়তা নিতে হবে ।

১৩ । উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করতে পারে এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলি যাতে স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করতে পারে, তার জন্য আইনি ব্যবস্থা রয়েছে । বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরগুলি যাতে তাদের পরিকল্পনা পঞ্চায়েত পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত করে, তার জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দেওয়া দরকার । পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও তাদের নিজ নিজ উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনার সময় অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির নেতৃত্বে কোন উপ-সমিতি কোন কাজগুলি করতে পারে এবং তার জন্য কোন উৎস থেকে কত পরিমাণ আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে তার একটি স্পষ্ট ধারণা সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে থাকা দরকার । তবেই অন্যান্য উপ-সমিতিগুলি নিজ নিজ উপ-সমিতির জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে পারবে । এক্ষেত্রে তথ্যের ভিত্তিতে কাজের অগ্রাধিকার স্থির করতে হবে এবং বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি অনুসারে দায়িত্ব বন্টন করতে হবে । যে সকল নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে সেখানে এই পদ্ধতিতেই উপ-সমিতিভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা হয়েছে বা হচ্ছে । একইভাবে, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় পঞ্চায়েতের সামগ্রিক বরাদ্দের ভিত্তিতে অন্যান্য স্থায়ী সমিতিগুলিকে পরিকল্পনা জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে এবং উন্নয়নের লক্ষ্য অনুসারেই এই বরাদ্দ স্থির করা আবশ্যক ।

উপ-সমিতি এবং স্থায়ী সমিতিগুলিকে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের মধ্যে আর্থিক স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে । তবুও এখনও এখনও পর্যন্ত নানান কারণে উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি । এই বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এর পাশাপাশি পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে সংক্রান্ত কাজের নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতিগুলিকে সক্রিয় হতে সহায়তা করতে হবে ।

১৪ । পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

পঞ্চায়েত পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট আগে থেকে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা করা সামগ্রিক পরিকল্পনা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । কেবলমাত্র পঞ্চায়েতের নিজ উদ্যোগের উপর নির্ভর না করে স্বনির্ভর দল, বিভাগীয় দপ্তর, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, সমবায় সমিতি এবং সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে । যেমন, স্বনির্ভর দলকে তার নিজস্ব পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করলে তাদের নিজেদের চেয়ে নিজেদের কল্যাণ কোনও বাইরের সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয় । একইভাবে, কোনও ব্যক্তির জমি উন্নয়নের দায়িত্ব তাকে নিজেকে দিলে তার নিজের চেয়ে ভালো করার কাজ বাইরের কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে ।

১৫ । যথাযথ পরিকল্পনার জন্য পঞ্চায়েতের তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত লক্ষ করা যায়, পঞ্চায়েতের মূল্যায়ন তার সাফল্যের ভিত্তিতে করা হয় না, বরং তার ব্যর্থতার খতিয়ান দিয়েই তার মূল্যায়ন করা হয় । অতএব, ব্যর্থতার কোনও সুযোগ না রেখে সাফল্যের অনুপাত বাড়াতে পারলে জনমানসে পঞ্চায়েতের ভাবমূর্তি বজায় থাকে, এলাকার জনসাধারণেরও কল্যাণ হয় । এই আপ্তবাক্য যে মিথ্যা নয়, তা অবশ্য প্রমাণ করার দায় পঞ্চায়েতের উপরই বর্তায় । এই লক্ষ্যে পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে মজবুত করার দায়িত্বও পঞ্চায়েতের নিজেরই ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন

গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের চাহিদা অনুসারে ১০০ দিনের কায়িক শ্রমের সুনিশ্চয়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন চালু করা হয় । আমাদের রাজ্যে প্রথম পর্যায়ে ১০টি জেলায় এই আইন প্রযোজ্য হলেও ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে সব কয়টি জেলাতেই জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন লাগু হয় । গ্রামীণ এলাকার শ্রমজীবী পরিবারগুলিকে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজের সুনিশ্চয়তা দেওয়াই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনের আওতায় গ্রামীণ এলাকার কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি ।

স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব এলাকায় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করা । এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । এর আগেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হত, যদিও সেখানে মানুষের কাজ চাওয়া ও পাওয়ার বিষয়টি অধিকার হিসাবে সুনিশ্চিত ছিল না । বর্তমানে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচিতে কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক গ্রামীণ এলাকার যে কোনও পরিবার এই প্রকল্পে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করতে পারে । আবেদনের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেই পরিবারকে একটি জব কার্ড দেওয়া হয় । যেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েত এই কর্মসূচির প্রাথমিক রূপায়ণকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে, সেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই জব কার্ড দেওয়া হয় । যাদের জব কার্ড দেওয়া হয়েছে, কাজের প্রয়োজন হলে তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কাজের জন্য আবেদন করতে পারেন ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বছরের যে সময়গুলিতে গ্রামাঞ্চলে কাজ পাওয়া যায় না সেই সময় গ্রামীণ এলাকার জনগণের রোজগারের জন্য অধিকার সংবলিত আইনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ।
- খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি বিষয় যেগুলি গ্রামীণ কৃষির ক্ষতির মাধ্যমে দারিদ্রের কূটচক্র বজায় রাখে সেগুলির মোকাবিলা করে কৃষি ক্ষেত্রের স্থায়ী উন্নয়ন ঘটানো ।
- সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ সৃষ্টি করা ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের ভিত্তিগুলিকে আরো শক্তিশালী করা ।
- বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বচ্ছতার নীতির মাধ্যমে মজুরি সুরক্ষা সহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সক্ষমতা ও গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন ঘটানো ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে কোনো পরিকল্পনারই একটি লক্ষ্য থাকে । কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনার একটি বৃহৎ লক্ষ্য হল - সকল গ্রামবাসীর, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলির অনুকূলে, উপযুক্ত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা । সাধারণত, গরিব মানুষদের বিশেষ জমি থাকে না, জীবিকার জন্য তাদের অন্যের জমির উপর নির্ভর করতে হয় । অর্থাৎ যাদের জমি আছে সেই জমিতে মজুর হিসাবে কাজ

করতে হয় । এর ফলে কোনও একটি এলাকায় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কাজের সুযোগ বেশি সংখ্যক সম্পদহীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং শ্রম দিবসের সুযোগ কমে যাচ্ছে বা তাদের অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে কাজ করতে হচ্ছে ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য হবে, এমন ভাবে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা যাতে ওই এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি হয় । গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারই কৃষি মজুর অর্থাৎ প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল । সেই কারণেই প্রাপ্তব্য সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, জমি ও বনভূমির মানোন্নয়ন করাই হবে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য । এর ফলে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকায় কৃষি মজুরের চাহিদা সৃষ্টি হবে । এই কর্মসূচিতে দারিদ্র সীমার নীচে থাকা সমস্ত পরিবার, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী পরিবার, ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা পরিবার এবং ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি করা (যেমন জমির উন্নয়ন ঘটানো) যাতে তাদের স্থায়ী রোজগারের সুযোগ বাড়ে । এর জন্য বর্তমানে জমির ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে এই কর্মসূচির সহায়তায় এলাকায় কাজের সুযোগ তৈরির জন্য জমির কী ধরনের উন্নয়ন সম্ভব সে বিষয়ে গভীর ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন ।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি মাথায় রেখে একটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে আগামী এক বছরে রূপায়ণ করা সম্ভব এমন সব প্রকল্পের একটি তালিকা করা আবশ্যক । অন্যান্য সরকারি কর্মসূচির জন্য কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনার সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এটি আগে থেকেই নির্দিষ্ট ও বরাদ্দীকৃত অর্থের উপর নির্ভরশীল নয় । এক্ষেত্রে চাহিদার ভিত্তিতে অর্থাৎ কাজের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে অর্থ পাওয়া যায় এবং এর কোনো উর্দ্ধ সীমা নেই । এলাকায় মানুষের কায়িক শ্রমের চাহিদা থাকলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অনুমোদিত পরিকল্পনা থাকলেই রূপায়ণের কাজ করা যাবে, অর্থ কোনও বাধা নয় । এক্ষেত্রে এলাকার সকল পরিবার, যারা কাজ দাবি করবে, তাদের ১০০ দিন পর্যন্ত কাজ দিতে সরকার দায়বদ্ধ । এই কারণেই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের আওতায় বহু সংখ্যক প্রকল্পের তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে । এগুলিকে ‘প্রকল্প ব্যাঙ্ক’ (Shelf of Schemes) বলা যেতে পারে । এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণের অন্যতম মাপকাঠি হল কোনও এলাকায় একটি পরিবার কাজ চাওয়া মাত্রই পেয়েছে কিনা এবং কত দিন কাজ পেয়েছে ।

এই কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে - কোন প্রকল্পে কত শ্রমদিবস তৈরি হবে এবং কোন ধরনের সম্পদ তৈরি হবে । এর পাশাপাশি প্রতিটি কাজের একটি করে প্রত্যাশিত সুফল আছে, যার থেকে বোঝা যাবে, কাজটি স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর কী ও কতখানি প্রভাব ফেলবে । অর্থাৎ সৃষ্ট সম্পদ কীভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করতে এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকার সুযোগ প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে সহায়তা করতে পারে তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচির সহায়তায় একটি জলাধার তৈরি করা হলে তার থেকে আশেপাশের জমিতে সেচের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এর মাধ্যমে প্রতি বছর কাজের সুযোগ তৈরি হবে । আবার অন্য ধরনের প্রকল্প, যেমন রাস্তা তৈরি হলে এলাকার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হবে । সেক্ষেত্রে ভ্যান বা রিক্সা করে যাত্রী বা মাল পরিবহনের কাজে বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার যুক্ত হতে পারবে । এই কর্মসূচির আওতায় কোন ধরনের কাজ করা যেতে পারে তা সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীতেই রয়েছে । বোঝার সুবিধার জন্য মূল বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচিতে কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে

- ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেচ প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ ও সেচনালা খনন এবং পুরনো সেচনালার সংস্কার ।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী, ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জমি সমতলীকরণ, তাদের জমিতে বনসৃজন, ফলের বাগান করে দেওয়া বা সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি ।
- মজে যাওয়া খাল-বিলের সংস্কার ।
- বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, কুঁয়ো, হাপা, বাঁধ ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদ আহরণ ।
- পরিত্যক্ত বা পতিত বা অনুর্বর জমির উন্নতি সাধন ।
- বসতি ও সাধারণের ব্যবহার্য জমির উন্নয়ন ।
- জলবদ্ধ এলাকায় নালা খনন সহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলা এবং নিকাশি ব্যবস্থা ।
- সকল ঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী রাস্তা তৈরির মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ।
- বৃক্ষ রোপণ ও সামাজিক বনসৃজন এবং আরও অন্যান্য উপায়ে খরা প্রতিরোধ করা ।
- চাষের উপযুক্ত নয় এমন জমিতে সামাজিক বন বা কৃষি-বন তৈরি অথবা গোখাদ্যের চাষ ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির শ্রম বাজেট (Labour Budget)

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনার আগে ওই এলাকায় জব কার্ড আছে এমন পরিবারের সংখ্যা এবং গত বছর কতগুলি পরিবার কাজের আবেদন করেছিল সেই তথ্য বিশ্লেষণ করা দরকার । এর ভিত্তিতে ওই এলাকায় সারা বছর বিভিন্ন মরসুমে মোট কত শ্রমদিবস কাজের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে । এর পাশাপাশি স্থানীয় ভাবে কত শ্রমদিবস তৈরি হয় সে সম্বন্ধেও ধারণা থাকা দরকার । এর ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা তৈরির সময় এই কর্মসূচির আওতায় কোন সময় কাজের চাহিদা বেশি থাকবে তা মাথায় রেখে সেই সময়ের উপযোগী কাজ নির্বাচন করতে হবে । পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল এলাকায় কাজের চাহিদার সঙ্গে যোগানের সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প তৈরি করা । অর্থাৎ একটি বছরের বিভিন্ন সময়ে কত শ্রমদিবস কাজ সৃষ্টি করতে হবে তার জন্য প্রতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক একটি বার্ষিক শ্রম বাজেট থাকবে । অন্য দিকে এই শ্রমদিবস তৈরির জন্য কোন মাসে কোন ধরনের কাজ করা যেতে পারে সেই অনুসারে পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে । শ্রম বাজেটের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জেলার ওই কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ স্থির করে । সুতরাং যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এবং সময়মতো শ্রম বাজেট তৈরি করতে হবে ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় তফসিলী জাতি ও আদিবাসী এবং দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

সাধারণ ভাবে এই কর্মসূচির আওতায় সকলের ব্যবহারের উপযোগী ও স্থায়ী সম্পদ তৈরির বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু কেবলমাত্র দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, তফসিলী জাতি বা আদিবাসী পরিবার এবং ইন্দিরা আবাস যোজনা ও ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা পরিবারগুলিই ব্যক্তিগত উপভোক্তা হিসাবে এই কর্মসূচির থেকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য । এক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত পরিবারগুলির উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরি বা তার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া দরকার এবং এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, তফসিলী আদিবাসী পরিবারের পতিত জমির মান উন্নয়ন এবং সেখানে ফলের বাগান তৈরির জন্য এই কর্মসূচির আওতায় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এবং তার জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে । এই উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ থেকে সার, সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য

সহায়তা দেওয়া দরকার, যাতে জমিটি থেকে পরিবারটির ধারাবাহিক ভাবে রোজগার হতে পারে এবং সামগ্রিক ভাবে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয় ।

অনেক এলাকায় বেশ কয়েকটি পরিবার থাকতে পারে যাদের সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । এক দিকে যেমন অর্থের অভাবে এই সম্পদগুলিকে উৎপাদনশীল কাজে লাগানো যাচ্ছে না, অন্য দিকে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবও থাকতে পারে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির সহায়তায় এই সম্পদগুলিকে কাজে লাগানো এবং তার মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । এই বিষয়ে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও আদেশনামা [স্মারক নং ৬২০(১৮)/আর.ডি/ এন.আর.ই.জি.এ/১৮ এস-০১/০৮ তাং ৩০/১/২০০৯] থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা যেতে পারে ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনে বলা আছে যে, মোট শ্রমদিবসের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ যাতে মহিলা উপভোক্তা হয় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে । এই কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের কাজ দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হলে কর্ম পরিকল্পনার সময় এমন ধরনের কাজ নির্বাচন করা আবশ্যক, যাতে মহিলারা সহজে অংশগ্রহণ করতে পারেন । পরিকল্পনা রচনার সময়েই পাড়া বৈঠক করে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধা অনুসারে প্রকল্প নির্বাচন করা দরকার । পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন অনুসারে মোট শ্রম দিবসের অন্তত এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সুনিশ্চিত করতেই হবে । এই কাজে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকে যুক্ত করলে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়তে পারে ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনার পর্যায় ও পদ্ধতি

কোনও এলাকার সঠিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন ওই এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা । এই কারণেই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিকল্পনা রচনার আগে প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও প্রয়োজনীয় তথ্য থাকা আবশ্যক । এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য হল - এলাকার মোট পরিবার সংখ্যা, জব কার্ড আছে এমন পরিবারের সংখ্যা, এলাকার মোট পতিত জমি কোথায় আছে ও তার পরিমাণ, একফসলী/দুইফসলী ইত্যাদি জমির পরিমাণ, জলাশয়ের সংখ্যা ও তাদের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি । এর পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে পাড়া বৈঠক করে বছরের কোন সময়ে কাজের চাহিদা বেশি থাকতে পারে এবং সেই সময়ে কোন কোন কাজগুলি করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করা দরকার ।

আবার প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্রের সহায়তায় গ্রাম সংসদ এলাকায় এই কর্মসূচির আওতায় কোন ধরনের কাজগুলি করলে এলাকায় জীবিকার সুযোগ প্রসারিত হবে সেগুলিও চিহ্নিত করা যেতে পারে । গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় ১৪টি জেলার নির্বাচিত ৯২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঞ্চালনায় এইভাবে পরিকল্পনা রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এর পাশাপাশি অন্য কোন কর্মসূচি বা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত ভাবে এই কাজগুলি করা যাবে তাও সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব । এরপর কাজের ধরন ও পরিমাণের ভিত্তিতে কত শ্রমদিবস তৈরি হতে পারে বা মোট খরচ কত হতে পারে তা হিসাব করতে হবে । গ্রামবাসীদের পক্ষে এই ধরনের তথ্যগুলি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে । এই কারণেই প্রতিটি কাজে কত শ্রমদিবস তৈরি হবে এবং অন্যান্য খরচ সহ কাজের বাজেট রচনার কাজটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে করতে হবে । ছোট ছোট কাজ হলে সেগুলিকে সংকলিত করে গুচ্ছ কাজ হিসাবে কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । যে কোনও একটি কাজের বাজেট কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা হবে । সম্ভাব্য কাজের তালিকা থেকেই এলাকার শ্রম বাজেট করতে হবে । এই বাজেটটি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ব্লক স্তরে জমা দিতে হবে । যেহেতু এইটি

অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি (অর্থাৎ মানুষ যে কোনও সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কাজ চাইতে পারে), সেই কারণেই প্রস্তাবিত কাজের তালিকায় একটু বেশি সংখ্যায় কাজ ধরা দরকার । যদি কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সব কাজ এক বছরে সম্পূর্ণ না করা যায়, তাহলে অসম্পূর্ণ ও না-করা কাজগুলি পরবর্তী বছরের কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

গ্রাম সংসদ থেকে উঠে আসা কাজের তালিকাগুলি একত্রিত করে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । এই কর্ম পরিকল্পনাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর ব্লক স্তরে প্রোগ্রাম অফিসারের (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক) কাছে পাঠিয়ে অনুমোদন নেওয়া আবশ্যক । এক্ষেত্রে প্রোগ্রাম অফিসার কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রস্তাব বাতিল করতে পারবেন না, কিন্তু প্রকৌশলগত কারণে তা অন্য কোনও স্তরকে রূপায়ণের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে অতিরিক্ত কাজের তালিকাও চাইতে পারেন । গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো কর্ম পরিকল্পনা ১৫ দিনের মধ্যে অনুমোদন করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রোগ্রাম অফিসারের ।

উপ-সমিতি ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় যে সব কাজ করা যেতে পারে তার ধরন ও উদ্দেশ্য অনুসারে এগুলিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনায় বাজেট সহ কাজগুলি ক্ষেত্র অনুসারে নির্দিষ্ট সারণীতে পূরণ করা আবশ্যক । অন্য দিকে সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা উপ-সমিতি পরিকল্পনা ভিত্তিক হবে এবং অন্যান্য কর্মসূচির জন্য কর্ম পরিকল্পনার মতোই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনাও সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । অতএব গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির জন্য কর্ম পরিকল্পনাটির অন্তর্গত কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পুনর্বিন্যাস করা দরকার ।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রগুলিকে উপ-সমিতির ভিত্তিতে সাজালেই সমগ্র কর্ম পরিকল্পনাটিকে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনায় পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব । তবে এক্ষেত্রে শুধু কাজ বা কাজের ক্ষেত্র নয়, কাজের উদ্দেশ্য অনুসারে কোন উপ-সমিতির আওতায় কোন কাজটি আসবে তা স্থির করতে হবে । সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার সময় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতাভুক্ত কাজগুলি মূলত কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি এবং শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, নদী বাঁধ মেরামতের কাজটি কোন উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ভর করবে কাজটির উদ্দেশ্যের উপর । যদি এই কাজটির প্রধান উদ্দেশ্য হয় সেচের সুযোগ সম্প্রসারণ, তাহলে তা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিকল্পনার আওতায় আসবে । আবার যদি এইটি পরিকাঠামো উন্নয়ন বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য হয় তাহলে এটি শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির পরিকল্পনার আওতায় আসবে । নীচের সারণীতে কাজের ক্ষেত্র ও ধরন অনুসারে কোন কাজটি কোন উপ-সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার একটি ধারণা দেওয়া হল ।

ক্রং নং	গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় কাজের ক্ষেত্র	কাজের ধরন	উপ-সমিতির নাম
ক	বৃষ্টির জল ধরা ও জল সংরক্ষণ	পুকুর, বাঁধ, জোড় বাঁধ, নালা তৈরি বা সংস্কার	কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি
খ	ক্ষুদ্র সেচ ও জমির মালিকদের জন্য সেচের ব্যবস্থা	মাঠনালা তৈরি, কূপ খনন	
গ	খরা রোধ, সামাজিক বনসৃজন এবং উদ্যান পালন	সামাজিক বনসৃজন, কৃষি বন তৈরি, গোখাদ্যের চাষ, ফল বা সবজি বাগান তৈরি	

ঘ	ভূমি উন্নয়ন	জমি সমতলীকরণ, জমি থেকে পাথর সরানো, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ছোট পুকুর খনন, জমির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আল/বাঁধ দেওয়া, কূপ খনন	
ঙ	বসতি উন্নয়ন	বসবাসের জন্য জমির মান উন্নয়ন, ভালো নিকাশি ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা	শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি
চ	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলা এবং নিকাশি ব্যবস্থা	জমিদারি আমলের বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ, সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ, নিকাশি ব্যবস্থা	
ছ	গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা	নতুন রাস্তা তৈরি, সারা বছরের চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি বা মেরামত বা সম্প্রসারণ	

অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয়

গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় যে সকল কাজ করা হয় তার সঙ্গে অন্যান্য কর্মসূচির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন দিক আছে । একটি হল উপকরণ কেনার জন্য অন্যান্য কর্মসূচির থেকে অর্থের যোগান, যেখানে এই কর্মসূচি থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা সম্ভব নয় । গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনায় যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন - মজুরি ছাড়া অন্যান্য খরচের কতটা এই কর্মসূচি থেকে নেওয়া যাবে এবং কতটা অন্যান্য কর্মসূচি থেকে নিতে হবে । এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচির কিছু ন্যূনতম শর্ত কিছুতেই অমান্য করা যাবে না, যেমন - কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা যাবে না । কোনও একটি কাজের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কত শতাংশ মজুরির ছাড়া অন্য কাজের জন্য খরচ করা যেতে পারে সে বিষয়ে কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই । কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি বাবদ মোট বাজেটের কমপক্ষে ৬০ শতাংশ মজুরি বাবদ খরচ করতে হবে । তবে কাজের ধরন অনুসারে কোনও বিশেষ কাজের জন্য মজুরি ছাড়া অন্যান্য খাতে (non-wage component) মোট এস্টিমেটের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত খরচ করা যেতে পারে । বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের অনুমতিক্রমে ৬০ শতাংশ অবধি মজুরি ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যয় করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে সামগ্রিক ভাবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বা ব্লকের বা জেলার মোট বাজেটের ৬০ শতাংশ মজুরি বাবদ খরচ হবে এবং মজুরি ছাড়া অন্য খরচের উর্ধ্ব সীমা কখনোই ৪০ শতাংশের উপরে যাবে না [No. SPRD-92(18)-09/RD/P/NREGA/18S-01/08 dated 21.01.2009] ।

সমন্বয়ের অপর দিকটি হল অন্যান্য কর্মসূচি বা তহবিলের সঙ্গে সমন্বয় করা - যাতে জীবিকার সুযোগ প্রসারণের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচিতে যত জলাধার তৈরি বা সংস্কার হয়েছে সেগুলি সেচের কাজে ব্যবহার করা । এই সকল জলাধার থেকে সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য পাম্প সেট বা অন্য কোনো জলোত্তোলন যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, এর থেকে সেচ নালা তৈরি করা যেতে পারে (গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায়), বিদ্যুতের সহায়তায় জল তোলা যেতে পারে । আবার কোনও উপযুক্ত স্বনির্ভর দল বা মৎস্যজীবী সমবায়কে মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া যেতে পারে । জলাধারের পার্শ্ববর্তী এলাকা যদি দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী কোনও পরিবারের হয় বা স্বনির্ভর দল লিজ নিয়ে থাকে তাহলে তাদের উন্নত জাতের বীজের মিনিকিট ও সার দিয়ে সহায়তা করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে নিঃশর্ত তহবিল বা পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় এই বীজ কেনা যেতে পারে এবং যাতে তারা জলাধার থেকে সেচের মাধ্যমে নতুন জাতের বা উন্নত প্রজাতির ফসল চাষ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া দরকার । জলাধারের পাড়গুলিতে ফল ও সবজি বাগান করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে এগুলি স্বনির্ভর দলকে লিজ দিয়ে দিতে হবে । উদ্যান পালনের কাজটি এই কর্মসূচির আওতায় করা গেলেও, স্বনির্ভর দলগুলিকে বীজ ইত্যাদি বা রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার সহায়তায় বা জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া যেতে পারে । একই ভাবে রাস্তা বা ক্যানেলের ধারে লাগানো গাছগুলি

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে স্বনির্ভর দলকে দেওয়া হবে তারাই ভোগদখলের অধিকারী হবে । এ বিষয়ে আগেই সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে [প্রসঙ্গ : পত্রাঙ্ক নং ১৬৮৪-আর.ডি/ এন.আর.ই.জি.এ./ ১৮এস-১৪/০৬ তাং ২৯.০২.২০০৮] ।

গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি এবং প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি । সারা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় কোর নেটওয়ার্ক রাস্তাগুলির ব্লকভিত্তিক মানচিত্র তৈরি আছে । এই রাস্তাগুলির মধ্যে কাঁচা রাস্তাগুলি আরও উন্নত করতে হবে । অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তাগুলি আরও চওড়া করতে হবে এবং মাটি ফেলতে হবে । এই ধরনের কাজগুলি গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় করা সম্ভব । যদি প্রাথমিক কাজগুলি করা থাকে তাহলে খুব সহজেই প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় পাকা রাস্তা তৈরির কাজগুলি করা সম্ভব হবে । অন্য দিকে, এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় আরো বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে । এই বিষয়ে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে এলাকায় যে রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের, সেই সব রাস্তার চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করতে হবে । এর জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি করে আউটলাইন ম্যাপ দেওয়া হবে । এই মানচিত্রে আগামী আর্থিক বছরে রাস্তার যে কাজগুলি করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন ভাগে (যেমন - নতুন রাস্তা তৈরি, রাস্তার মানোন্নয়ন অর্থাৎ আরও চওড়া করা বা সারা বছরের চলাচলের উপযোগী করা ইত্যাদি, বা শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ) দেখাতে হবে এবং সেই অনুসারে রূপায়ণ করতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি পাড়াতেই যাতে সারা বছর অন্তত ছোট গাড়ি যাতায়াতের মতো রাস্তা থাকে সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা দরকার ।

স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা

স্বনির্ভর দল-ভিত্তিক উন্নয়নের গুরুত্ব

সার্বিক ও স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের উন্নয়ন, বিশেষ করে ওই সব পরিবারের নারীদের উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের সংগঠিত করে, সেই সংগঠনের মাধ্যমে সহায়তা দিলে তার সুফল অনেক বেশি হয় । এই কারণেই নারীদের স্বনির্ভর দলে সংগঠিত করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক । এর জন্য স্বনির্ভর দলগুলির সশক্তিকরণ অর্থাৎ তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা দরকার, যাতে তারা ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে নিজেদের সমস্যাগুলি নিজেরাই মোকাবিলা করতে পারে ।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রামবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর দল গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশই নারীদের স্বনির্ভর দল । পিছিয়ে পড়া পরিবারের সদস্যরা স্বনির্ভর দলে সংগঠিত হলেও স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ করা যায় । এই কথা বিশেষভাবে সমাজের সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ, বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রযোজ্য । হাজার হাজার গ্রামীণ নারীর সহজাত জ্ঞান ও দক্ষতাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন এই সব স্বনির্ভর দলের সকল সদস্যের আত্মবিকাশ এবং স্বনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা । স্বনির্ভর দলগুলিকে প্রকৃত অর্থে স্বনির্ভর করে তোলার কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । এর জন্য প্রতিটি দলের সমস্যাগুলি বোঝা ও তার উপযুক্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করা পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব ।

গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । মজুরি-ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোন স্তরে কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু এর পাশাপাশি স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা না গেলে স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরগুলির সহায়তায় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার ।

স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য

- গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে পড়া প্রতিটি পরিবার নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সংগঠিত হবে এবং স্থানীয় সুযোগ ও পরিষেবাগুলি কাজে লাগিয়ে নিজেদের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেবে ।
- পিছিয়ে পড়া পরিবারের নারীরা স্বনির্ভর দলে সংগঠিত হবে এবং নিজেদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নিজেদের পরিবারের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য সংগঠিত ভাবে উদ্যোগ নেবে ।
- গ্রামবাসীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি হবে, যাতে তারা এই জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবিকার সুযোগ আরো বাড়াতে পারে ।
- স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে বেকার যুবক-যুবতীরা স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সহায়তায় জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেবে ।

- প্রচলিত জীবিকার পাশাপাশি পরিপূরক ও বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি হবে এবং সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন হবে ।

স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের পরিকল্পনার জন্য তথ্য

- স্বনির্ভর দল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের রেজিস্টার থেকে পাওয়া যাবে এবং এই তথ্যগুলি গ্রাম সংসদ ভিত্তিক হতে হবে ।
- জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা থেকেও স্বনির্ভর দল, উপ-সংঘ ও সংঘ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে ।
- এখনও স্বনির্ভর দলে সংগঠিত হয়নি, কিন্তু যাদের নিয়ে স্বনির্ভর দল গঠন করা প্রয়োজন এই তথ্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় সংগ্রহ করা আবশ্যক । এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য থেকে প্রাথমিকভাবে এই পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে ।
- স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সকল পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে তাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা, বিশেষ করে তাদের জীবিকার পরিবর্তনের ক্ষেত্র, আয়ের উৎস, সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক । এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক তথ্য ব্লক ও জেলা স্তর থেকে পাওয়া যেতে পারে ।
- যে সকল উৎসাহী বেকার যুবক-যুবতী স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় সুবিধাগুলি নিতে আগ্রহী এবং যারা ব্লক/জেলা স্তরে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে তাদের তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক ।
- অন্য দিকে, যে সকল পরিবারকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় আনা প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করে সম্ভাব্য তালিকা এবং সহায়তার ক্ষেত্রগুলিকেও চিহ্নিত করা আবশ্যক । এই তথ্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রাম সংসদ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে ।

স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনার পদ্ধতি

স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করার পূর্ব শর্ত হিসাবে বর্তমান জেলা / পঞ্চায়েত সমিতি / গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান বিশ্লেষণ করা আবশ্যক । এর জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্য তথ্যগুলি সংগ্রহ, সংকলন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা যেতে পারে । সাধারণভাবে, স্বনির্ভর দল বা যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ঘাটতি হল সক্ষমতার ঘাটতি । এই কারণেই পরিকল্পনা রচনার সময় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক ।

স্বনির্ভর দলের সদস্যদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার সংযোজনায় জেলা পরিষদ স্তরে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক । এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় কী ধরনের প্রশিক্ষণ করা যায় সে বিষয়টিরও উল্লেখ করতে হবে এবং এর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় গড়ে তোলা আবশ্যক ।

ক) স্বনির্ভর দলের সদস্যদের মধ্যে দল গঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক । এর পাশাপাশি দল পরিচালনা ও তার হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত বিষয়েও দলের সদস্যদের, বিশেষ করে পদাধিকারীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ আবশ্যক । এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি দলের ধারাবাহিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা আবশ্যক । সম্পদ কর্মীর সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই পরিকল্পনা রচনা করার পর পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে এই পরিকল্পনা পাঠানো প্রয়োজন ।

খ) স্বনির্ভর দলের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনা করা আবশ্যক । স্বনির্ভর দলের প্রয়োজন ও চাহিদা এবং কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে কোন স্তরে প্রশিক্ষণ হবে তা স্থির করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার পক্ষ থেকে জেলা পরিষদ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে স্বনির্ভর দলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা আবশ্যক । প্রশিক্ষণের ধরন অনুসারে রাজ্য স্তরের কাছেও প্রশিক্ষণ সংগঠিত করার জন্য আবেদন করা যেতে পারে ।

স্বনির্ভর দলের সদস্য এবং এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্বও স্থানীয় সরকারের । এই লক্ষ্যে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা করা আবশ্যক । এর জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতি ও উপ-সমিতির নেতৃত্বে কোন কর্মসূচির আওতায় কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত করা আবশ্যক । এক্ষেত্রে পরিকল্পনা নথিতেই পঞ্চায়েতের কোন স্তর কী দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করবে তা উল্লেখ করা দরকার ।

স্বনির্ভর দল ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি এবং পরিকল্পনার জন্য সম্পদের উৎস

স্বনির্ভর দলের উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হল দলগুলির ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনে হাতে ধরে সহায়তা । এর জন্য একাধিক বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচি আছে, তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, যা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সরাসরি রূপায়িত হয় । এই কর্মসূচির সহায়তায় যে কোনও স্বনির্ভর দলকে সক্ষমতা ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে । এছাড়াও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার আওতায় স্বনির্ভর দলকে, বিশেষত দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের নিয়ে সংগঠিত স্বনির্ভর দলকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সুযোগ আছে । এই কর্মসূচির আওতায় যে কোনও স্বনির্ভর দলের সদস্যদের কাজের জন্য ওয়ার্কশেড বানানোরও সুযোগ আছে । এই বিষয়ে এই কর্মসূচির নির্দেশিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

এছাড়াও স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের একাধিক কর্মসূচি আছে, যেগুলি প্রধানত সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে রূপায়িত হয় (স্বয়ংসিদ্ধা, আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, মহিলাদের জন্য দোহশিল্প প্রকল্প ইত্যাদি) । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে জলবিভাজিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর দলের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করার সুযোগ আছে । আবার একই ভাবে মৎস্য দপ্তরের আওতায় মৎস্যজীবীদের নিয়ে গঠিত স্বনির্ভর দলের জন্য বিশেষ সহায়তার সুযোগ আছে । প্রতিটি ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি / স্থায়ী সমিতির সভায় দলের নাম ও সহায়তার ধরন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । এক্ষেত্রে সকল স্থায়ী সমিতি বা উপ-সমিতিতেই স্বনির্ভর দল বা যুবক-যুবতীদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা করার সুযোগ আছে ।

আবার একইভাবে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির ক্ষেত্রে রূপায়ণকারী সংস্থা বা পরিষেবা প্রদানকারী সংগঠন হিসাবে স্বনির্ভর দলকে যুক্ত করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির পরিকল্পনা করার সময়েই এই বিষয়টি মাথায় রেখে স্বনির্ভর দলকে যুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা করা আবশ্যক । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় নানান কাজ, মিড-ডে মিল কর্মসূচির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে রান্না করার কাজ, জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রেও গ্রাম সংসদে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা প্রসার ও ছোট ছোট কাজ, সাক্ষরতা/সাক্ষরোত্তর/প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করার কাজ ইত্যাদির জন্য স্বনির্ভর দলকেই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে ।

স্বনির্ভর দল বা স্থানীয় যুবক-যুবতীর মাধ্যমে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত যে চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় এই সুযোগগুলি সীমাবদ্ধ । এই কারণেই সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এর সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করা দরকার । এক্ষেত্রে আরো খেয়াল রাখা দরকার যে একই ব্যক্তি বা দল যেন একাধিক সুবিধা না পায় এবং যোগ্যতা অনুসারে সকল দল বা ব্যক্তির কাছে এই সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে ।

স্বনির্ভর দল ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উপ-সংঘ, সংঘ ও মহাসংঘ গঠন করা এবং সেগুলিকে নানান কাজের মাধ্যমে সক্রিয় হতে সহায়তা করা । এই বিষয়ে স্বনির্ভর দল ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য নির্দেশিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা আছে ।

সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা

সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব

শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ-কল্যাণ অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত ও সহভাগী প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে কীভাবে পরিকল্পনা রচনা করা যায় তার নানান দিক নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরগুলির পক্ষ থেকে পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা না করা হলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে না এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলিও পূরণ হবে না । অতএব, সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । যাই হোক, সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে, একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে এবং স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রের জন্য লক্ষ্য স্থির একান্ত আবশ্যক ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যগুলি মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন

- এলাকার সকল গ্রামবাসী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হবে
- এলাকার প্রতিটি শিশুর অন্তত প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত হবে
- এলাকার প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিকাঠামো থাকবে
- এলাকার শিক্ষা পরিচালন কমিটিগুলি আরও সক্রিয় ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে
- এলাকায় একজন মানুষও নিরক্ষর থাকবে না
- জীবনের উপযোগী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে

জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যগুলি মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন

- এলাকার সকল জনগণ স্বাস্থ্য, পুষ্টির ও স্বাস্থ্যবিধানের নানান দিক সম্বন্ধে সচেতন হবে
- এলাকার সকল মানুষের কাছে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত হবে
- এলাকায় সকল শিশু ও গর্ভবতী নারী টিকাকরণের আওতায় আসবে
- এলাকায় একটিও অতি অপুষ্ট শিশু থাকবে না
- এলাকায় একটিও শিশু মৃত্যু বা মাতৃত্ব-জনীত মৃত্যু ঘটবে না এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সুনিশ্চিত হবে
- এলাকায় প্রতিটি পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে
- এলাকার প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার থাকবে, প্রত্যেকে শৌচাগার ব্যবহার করবে এবং প্রত্যেকে স্বাস্থ্যবিধানের নীতি মেনে চলবে
- এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরো উন্নত হবে

নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ-কল্যাণ ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যগুলি মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন

- এলাকায় প্রতিটি নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে
- এলাকার প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম নারী স্বনির্ভর দলে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে
- স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের নারীদের জীবিকার সুযোগ প্রসারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে
- এলাকায় ১৮ বছরের নীচে কোনও মেয়ের বিয়ে হবে না এবং নারী নির্যাতনের একটিও ঘটনা ঘটবে না
- এলাকায় নারী পাচারের ঘটনা ঘটবে না
- এলাকায় সকল শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত হবে
- প্রতিটি শিশুর জন্ম নথিভুক্ত হবে
- প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত হবে
- এলাকায় একজনও শিশু শ্রমিক থাকবে না
- এলাকায় কোনও শিশু পাচারের ঘটনা ঘটবে না
- এলাকার প্রতিটি দু:স্থ ও বয়স্ক মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত হবে
- বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুফল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছবে
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সুনিশ্চিত হবে এবং তাদের জীবিকার সুযোগ প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে

এই সমস্ত লক্ষ্য মাথায় রেখে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে যে কাজগুলি করা আবশ্যক সেই কাজগুলির জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে হবে । ১৪টি জেলার নির্বাচিত ৯২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিবিড় সহায়তায় বিকেন্দ্রীকৃত ও সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক উপ-সমিতি পরিকল্পনা ভিত্তিক সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে । এক্ষেত্রে গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক, উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাটি হবে দ্বিস্তরীয় পরিকল্পনা । বিকেন্দ্রীকৃত ও সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হল স্থানীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এলাকার সকল গ্রামবাসী, বিশেষ করে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং এলাকার সকল মানুষ যাতে তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সমর্থ হয় তার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সহ অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া । সারা রাজ্যের সব জায়গায় যদি গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নাও হয়, তবে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপ-সমিতি পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা অবশ্যই রচনা করতে হবে ।

পরিকল্পনার নীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে উপ-সমিতি/স্থায়ী সমিতির সমন্বয়

বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতির (principle of subsidiarity) ভিত্তিতে সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ - প্রত্যেক স্তরকেই সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব কর্ম মানচিত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে (৩৯৬৯/পিএন/ও/১/৪পি-১/০৫, তারিখ-২৫.০৭.২০০৬) । পরিকল্পনা রচনার সময় অবশ্যই কর্ম মানচিত্র অনুসরণ করতে হবে । এছাড়া এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতের পথ-মানচিত্রে উল্লিখিত দিক-নির্দেশও অনুসরণ করতে হবে ।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সামাজিক উন্নয়নের (শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ) ক্ষেত্রগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র নয়, একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আবার, প্রতিটি ক্ষেত্রই কোনও না কোনও উপ-সমিতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । একই ভাবে কোনও না কোনও স্থায়ী সমিতির সঙ্গেও নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত । পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে উপ-সমিতি ও স্থায়ী সমিতির সমন্বয়ের বিষয়টি নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হল ।

সামাজিক উন্নয়নমূলক ক্ষেত্র	গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি	পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি	জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি
শিক্ষা	শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ	জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ
জনস্বাস্থ্য	শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া	শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া
নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ	নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ	শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ	শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ

সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনার জন্য তথ্য

সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনার জন্য বাস্তব অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য দরকার, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলার অবস্থান জানা সম্ভব হবে । এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের তথ্যগুলিও পর্যালোচনা করা আবশ্যক । এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে । এর পাশাপাশি সামাজিক মানচিত্রের সহায়তায় পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সামাজিক পরিকাঠামোগুলির অবস্থান ও অবস্থা নির্ণয় করা আবশ্যক । সামাজিক মানচিত্রের সহায়তায় স্থানীয় বৈষম্যগুলিও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, যেমন - একটি গ্রাম সংসদের মধ্যেই একটি পাড়া থাকতে পারে যেখানে সব ঋতুর উপযোগী যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই বা নিরাপদ পানীয় জলের উৎস নেই । সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা গেলে বৈষম্যগুলি দূর করার জন্য পরিকল্পনা রচনার কাজটিও অনেক বাস্তবসম্মত হতে পারে । এছাড়াও মানচিত্রের মাধ্যমে সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করার কাজে গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি সুনিশ্চিত করা সম্ভব এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করাও সহজ হয় ।

সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনার পর্যায় ও পদ্ধতি

পরিকল্পনা রচনার সময় সাধারণত সামাজিক ক্ষেত্রগুলি বিশেষ অগ্রাধিকার পায় না । কিন্তু একটি রাজ্য বা দেশের উন্নয়নের সূচকগুলির মধ্যে অধিকাংশ সূচকই সামাজিক ক্ষেত্রের । এই কারণেই সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষ করে মানব সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পরিকল্পনা রচনার সময় প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা হবে, যদিও সেটি সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি/স্থায়ী সমিতি পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সংগৃহীত ও সংকলিত তথ্য বিশ্লেষণ করে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে । সামগ্রিক পঞ্চায়েত পরিকল্পনার ভিত হল গ্রাম সংসদ । সেখান থেকেই উন্নয়নের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি উঠে আসে এবং পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয় বা উপভোক্তা নির্বাচনের দায়িত্বও গ্রাম সংসদের । এই কারণেই পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে - যাতে পরিকল্পনার ভিতটি মজবুত হবে, মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে, জনগণের মালিকানা বোধ তৈরি হবে, এলাকার সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে ।

গ্রাম সংসদ স্তরে উন্নয়নের মূল সমস্যা, সম্পদ বা সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও সব কাজ গ্রাম সংসদ স্তরে করা সম্ভব নয় । যে সকল কাজের জন্য কোনও অর্থ বা কারিগরি সহায়তা লাগে না বা খুব কম লাগে প্রধানত সেগুলিই গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার অন্তর্গত হবে । সামাজিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজের (বিদ্যালয়-ছুট

শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, এলাকার সকল শিশুদের টিকাকরণ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি) প্রয়োজনীয়তাই সব থেকে বেশি । তার থেকে আর একটু বড় ধরনের কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনায় থাকবে । এই দুই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে হবে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা । মনে রাখতে হবে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রের কাজ যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতকে করতে হবে তেমনই এই ক্ষেত্রগুলির কাজ পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদেকেও করতে হবে । কাজের ধরন এবং প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কোন স্তরে কাজটি হবে তা স্থির করা আবশ্যক । এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ নীচে আলোচনা করা হল ।

গ্রামীণ এলাকার সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সকল স্তরের পঞ্চায়েতের । গ্রামাঞ্চলে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশু শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । ধরা যাক, কোনও একটি জেলার কোনও গ্রাম সংসদে ১ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই বা প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক বাধার কারণে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে পারে না; বা অন্য কোনও কারণে এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ের আওতায় আনা যায়নি । এই সমস্যাগুলি ও তার সম্ভাব্য সমাধানের পথগুলি খোঁজা, বোঝা ও মাপার কাজটি সব থেকে ভালো হতে পারে গ্রাম সংসদ স্তরে । যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদ পরিকলপনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চলছে সেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম সংসদ স্তরে এই ধরনের কাজগুলিই করছে । প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ন্যূনতম পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের । কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির । আবার, গুণগত মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক বা শিক্ষা সহায়কদের প্রশিক্ষণের প্রধান দায়িত্ব হবে জেলা পরিষদের । পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই ধরনের দায়িত্ব বণ্টনের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করা আবশ্যক । এর ফলেই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় ঘটা সম্ভব ।

সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি/প্রকল্প

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, সামাজিক ক্ষেত্রের অনেক কাজ বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে । এই ধরনের কর্মসূচি বা প্রকল্পগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থ পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট স্তরে আসে না, যদিও সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি/স্থায়ী সমিতির সভায় সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করা হয় । এই কারণেই পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেটে এই প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলির উল্লেখ থাকবে না, যদিও এই কাজগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায় তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কাজে পঞ্চায়েত উদ্যোগী হবে এবং এর জন্য সচেতনতা প্রসারের কাজেও পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে । এক দিকে, বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের পরিষেবাগুলি যাতে সাধারণ গ্রামবাসী যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে পঞ্চায়েত । অন্য দিকে, এই উদ্যোগগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া এবং উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব । এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করা এবং যদি সেগুলি কোনও প্রকল্প বা কর্মসূচির আওতায় পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেগুলি পূরণের জন্য পরিকল্পনা করাও পঞ্চায়েতেরই দায়িত্ব । এই পরিকল্পনায় সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলি (যেমন - শিশু শিক্ষা কর্মসূচি, জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য, সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান) রূপায়িত হয় সেগুলি নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । প্রতিটি প্রকল্প বা কর্মসূচির জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা আছে, এখানে শুধুমাত্র মূল কথাগুলিকেই আর একবার উল্লেখ করা হল ।

সর্বশিক্ষা মিশন : সমস্ত শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উদ্যোগ সর্বশিক্ষা মিশন । সর্বশিক্ষা মিশনের আওতায় প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া

হয়ে থাকে সেগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা থেকে বিশদ ধারণা পাওয়া যেতে পারে । সর্বশিক্ষা মিশনের কাজগুলি সরাসরি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে না হলেও গ্রামীণ এলাকায় সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উপযোগী পরিবেশ তৈরির কাজে পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । অন্য দিকে, সর্বশিক্ষা মিশনের আওতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (প্রতিবন্ধী) ও মেয়েদের জন্য যে বিশেষ সুবিধাগুলি আছে সেগুলি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতনতা প্রসারেও পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিরূপণ ও কাজের তদারকির দায়িত্ব পঞ্চায়েতেরও । এলাকার সকল শিশুর গুণগত মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা মিশনের আওতাভুক্ত কাজের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক ।

ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচি : ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে সাক্ষরতা কেন্দ্রে ভর্তির মাধ্যমে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিরা তাদের শিক্ষা অর্জন করতে পারেন । একটি ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রে এক জন প্রেরক এবং এক জন অনুপ্রেরক থাকার কথা । প্রেরক ও অনুপ্রেরকের কাজ হল - ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে গ্রন্থাগার, চর্চা কেন্দ্র, বৃত্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করা এবং কেন্দ্রে উপস্থিত পড়ুয়াদের সেগুলি বিতরণ করা, দলগত আলোচনা সংগঠিত করা ইত্যাদি । গ্রামীণ এলাকায় বয়স্ক মানুষের ধারাবাহিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রেরক ও অনুপ্রেরকদের সহায়তায় বিশেষ পরিকল্পনা করা যেতে পারে ।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র : যে সকল এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কোনও প্রাথমিক এবং/অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিপূরক উদ্যোগ হিসাবে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র শুরু করা হয় । এক্ষেত্রে এলাকায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করার দায়িত্বও স্থানীয় পঞ্চায়েতের । পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আদেশনামা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যথাক্রমে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা দরকার ।

শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় : চোদ্দ বছরের কম বয়সী যে সমস্ত শিশু উপার্জনশীল কাজে যুক্ত থাকার কারণে বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় না, তাদের জন্য শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় । গ্রামীণ এলাকায় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা এবং স্থানীয় শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা করা পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব ।

মিড-ডে মিল প্রকল্প : প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠরত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যেই মিড-ডে মিল প্রকল্প । মিড-ডে মিল প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণ ও তদারকির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিকল্পনা রচনার সময় এগুলি অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার ।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য কর্মসূচি (২০০৪-২০১৩) : গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষত দরিদ্রতম ও নিঃসহায় মানুষের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ । পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেই এই স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় পরিকল্পনা করার কথা বলা হয়েছে । পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতির আওতায় স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা করা হবে, তার একটি অংশ এই মিশনের সহায়তায় রূপায়ণ করা যেতে পারে । জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ।

জননী সুরক্ষা যোজনা : গর্ভবতী নারী ও গর্ভের শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা করা ও তার মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে শিশু-মৃত্যু ও মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যু কমানো এবং দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি করা এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য । গ্রামীণ এলাকায় এই কর্মসূচির আওতায় যে সকল পরিষেবা পাওয়া যাবে সেগুলি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করা হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব । অন্য দিকে, বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালগুলিতে পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করা তিনটি স্তরের পঞ্চায়েতেরই দায়িত্ব ।

স্বনির্ভর দল ও নারী উন্নয়ন : স্বনির্ভর দল ও তার নানান দিক সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । সমাজে সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অসহায়, দুঃস্থ পরিবারগুলির জন্য পরিকল্পনার বিষয়টি আলাদা করে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

গ্রামীণ আবাসনের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা

স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের জন্য পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার গুরুত্ব

স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন । গ্রামীণ এলাকার বসতি উন্নয়ন, বিশেষ করে দরিদ্র বাস্তুহীন পরিবারগুলির জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । নিজ নিজ এলাকায় উপযুক্ত বাসগৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতগুলিকে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হতে হবে । সব পরিবার যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য বসবাসের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা পায় তার জন্য পঞ্চায়েতকে পরিকল্পনা করতে হবে । বসবাসের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা বলতে বোঝাবে - নিজ বসতভূমিতে মজবুত কাঠামোর বাড়ি, বাড়ির মধ্যে যথেষ্ট আলো-বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, আলাদা রান্নাঘর (ধোঁয়াহীন চুল্লি-সহ), আলাদা শৌচাগার, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা (সম্ভব হলে, পাইপে করে বাড়ির ভেতর জল সরবরাহের ব্যবস্থা), বর্জ্য জল ও অন্যান্য তরল পদার্থের নিকাশি ব্যবস্থা, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের বিজ্ঞানসম্মত নিকাশি ব্যবস্থা, প্রত্যেকটি পাড়ায় সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী রাস্তার ব্যবস্থা, প্রত্যেকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে থাকা ইত্যাদি । প্রতিটি বাড়িতে শাক-সবজি চাষের জন্য নিজস্ব পুষ্টি বাগান থাকা বাঞ্ছনীয় । তাছাড়া প্রতিটি জনপদে শিশুদের খেলার মাঠ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য (জমায়েত বা উৎসব পালনের) স্থান, বিভিন্ন জীবিকা অর্জনের সুযোগ, হাট-বাজার, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত । এর বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে এলাকার জনসাধারণের সুস্থ জীবনধারণের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করতে হবে, যার মধ্যে যতদূর সম্ভব বসতি ও আবাসগৃহের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টিও থাকবে । এটা সম্ভব নয় যে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এই রকম বাসস্থান পঞ্চায়েত তৈরি করে দেবে । কিন্তু এলাকার জনসাধারণ এই রকম স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান যাতে তৈরি করতে পারে তার জন্য তাদের যথাসম্ভব সহায়তা দেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা পঞ্চায়েতের কর্তব্য ।

গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলির আবাসনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইন্দিরা আবাস যোজনা (আই এ ওয়াই) অন্যতম প্রধান কর্মসূচি । ইন্দিরা আবাস যোজনার জন্য পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির দায়িত্ব পঞ্চায়েতের, বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের । এই কারণেই সার্বিক উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে আবাসনের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইন্দিরা আবাস যোজনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল এবং অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমেও বসতি ও আবাসগৃহের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় স্তরে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । ইন্দিরা আবাস যোজনার প্রধান লক্ষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল, যাতে পরিকল্পনা রচনার সময় এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় ।

ইন্দিরা আবাস যোজনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইন্দিরা আবাস যোজনার প্রধান লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি পরিবারের, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান সুনিশ্চিত করা ।

ইন্দিরা আবাস যোজনা ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারি অন্যান্য প্রকল্পগুচ্ছের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কর্মসূচি হিসাবে ঘোষিত হয় । ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ভারত সরকার এই প্রকল্পের জন্য টাকা দেওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে নতুন বাড়ি তৈরির জন্য সমতল এলাকায় ৩৫০০০ টাকা, পার্বত্য ও দুর্গম এলাকার জন্য ৩৮৫০০ টাকা এবং পুরানো বাড়ি মেরামতির জন্য সর্বত্র ১৫০০০ টাকা করেছে । শৌচাগার ও ধূমহীন চুলার

জন্য আলাদা কোনও বরাদ্দ নেই, তবে শৌচাগার তৈরির জন্য টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন [TSC] থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা যায় ।

ইন্দিরা আবাস যোজনার নীতি ও নিয়মাবলী

- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে অতি অবশ্যই নির্দিষ্ট ছকে স্থায়ী অপেক্ষমানদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে যা থেকে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা যায় । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় যে সমস্ত পরিবারের স্কোর ৩৩ বা তার নীচে এবং ১২টি সূচকের মধ্যে যে সকল পরিবার দ্বিতীয় সূচক (আবাসন) অর্থাৎ পি২-তে ১ বা ২ পেয়েছেন, তারাই এর আওতায় আসবেন । দ্বিতীয় সূচকে যে সকল পরিবার ১ পেয়েছে সেই সকল পরিবারের আবাসনের উন্নয়নের কাজ হয়ে গেলে একমাত্র তখনই ২ পেয়েছে এমন পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়া যাবে ।
- ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকাটি গ্রাম সংসদে পেশ করতে হবে এবং তালিকা থেকে কার নাম বাদ যাবে তা গ্রাম সংসদই ঠিক করবে । গ্রাম সংসদই ঠিক করবে তালিকায় কাদের নাম রাখা প্রয়োজন । কিন্তু স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকায় নাম নেই এমন কোনও পরিবারকে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, যদিও তারা আলাদাভাবে বি.পি.এল তালিকায় আসার জন্য আবেদন করতে পারেন ।
- অপেক্ষমান তালিকায় সেই পরিবারের নাম সবার উপর থাকবে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় যার প্রাপ্ত নম্বর সব থেকে কম । দুজনের প্রাপ্ত নম্বর যখন একই থাকবে তখনই গ্রাম সংসদের ভূমিকা থাকবে কোন নামটি তালিকার উপরে থাকবে এবং কোনটি নীচে থাকবে সেটি ঠিক করে দেওয়া ।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসের ভিত্তিতে সাধারণ, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি আলাদা তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ালে বা কোনও পাকা বাড়ির দেওয়ালে পরিষ্কার করে লিখে দিতে হবে । তালিকার বাইরের কাউকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় আনা যাবে না ।
- গৃহ নির্মাণ বা উন্নয়নের কাজ শেষ হলে বাড়ির দেওয়ালে IAY- র লোগো অঙ্কন করে সুবিধাভোগীর নাম, ঠিকানা, অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও নির্মাণ বৎসর লিখতে হবে । এ ছাড়াও সুবিধাভোগীদের নাম তালিকা আকারে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে ।
- উপভোক্তার তথ্য সম্বলিত নথি, দুই কিস্তির টাকা প্রাপ্তির রসিদ, ছবি সহ অঙ্গীকার পত্র প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে থাকবে এবং সব রকম ব্যয়ের হিসাব মূল ক্যাশ বইতে থাকবে ।

ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় তফসিলী জাতি ও আদিবাসী এবং দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

- পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রাপ্য বরাদ্দের এবং রূপায়ণের লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের এবং ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য খরচ করতে হবে । জেলার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে এই অনুপাত বজায় রাখতে হবে । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমাত্রা কী হবে তা এলাকার জনসংখ্যার বিন্যাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ স্থির করবে ।
- অনেক পরিবারের বাড়ি তৈরির জমি নেই কিন্তু পরিবারটির স্কোর পি২=১ এবং অপেক্ষমান তালিকায় তার নামটি আছে তাকে টাকা দেওয়ার আগে তার জমির ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার ক্ষেত্রে জমি থাকা আবশ্যক ।
- স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকায় থাকা যে সব পরিবারের বাস্তু জমি নেই তাদের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করে তাদের কীভাবে বাস্তুজমি যোগাড় করে দেওয়া যায় তার জন্য এখনই পরিকল্পনা করা দরকার ।

- এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তুহীন উপভোক্তা পরিবারকে জমি কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে অথবা জমি কেনার জন্য রাজ্য সরকারের চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ।
- এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ি তৈরির জন্য নির্দিষ্ট করা জমির পাট্টা বাড়ির মহিলার নামে অথবা যোথ নামে হতে হবে এবং এই বাড়ির উপর গৃহকর্ত্রীর অধিকার অগ্রাধিকার পাবে ।
- ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তাকে সব সময় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দিতে হবে । স্বামী ও স্ত্রী দুজনের যৌথ নামে 'আইদার অর সারভাইভার' হিসাবে ব্যাঙ্ক অ্যকাউন্ট খুলতে হবে । টাকা দেওয়ার আগে দুজনের মধ্যে কেউ এক জন মারা গেলে যিনি জীবিত আছেন তাকে টাকা দিতে হবে ।

ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের ব্যাংক ঋণের সুযোগ

২০০৯ সাল থেকে যারা ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির টাকা অনুদান হিসাবে সরকার থেকে পাবেন, তারা আরও ২০০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে নেওয়ার সুযোগ পাবেন । এই বাড়তি টাকা পেলে আরও উন্নত ও স্থায়ী মানের বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হবে । এই ঋণের জন্য বছরে মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে । এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হবে - ঋণ নিতে ইচ্ছুক পরিবারগুলির আবেদন পত্র ব্যাংকে পাঠানোর জন্য সহায়তা দেওয়া এবং ঋণের টাকা সবাই সময়মতো পাচ্ছে কিনা ও শোধ করছে কিনা তা নজরে রাখা ।

ইন্দিরা আবাস যোজনার সাথে অন্যান্য কর্মসূচির সমন্বয়

- ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরি বা মেরামতের সুযোগ থাকলেও যে সকল অতি দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব বাস্তুজমি নেই, স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকায় নাম থাকলেও এই প্রকল্পের আওতায় তাদের সহায়তা করা সম্ভব নয় । এই কারণেই এই প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য অন্যান্য কর্মসূচি / প্রকল্পের সঙ্গে মেলবন্ধন করা আবশ্যক ।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের চাষ ও বসবাসের ভূমি দান প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প আছে । এই প্রকল্পে ২০০৮ সাল থেকে ওই বিভাগের আদেশনামা অনুযায়ী ২.৫ কাঠা পর্যন্ত জমি ইন্দিরা আবাসনের প্রাপকের জন্য দেওয়া যেতে পারে । গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় সম্পূর্ণ ভূমিহীন এবং যাদের ঘর বাড়ি কিছু নেই, সেই সব পরিবারকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তু জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে ।
- ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের নির্দেশনামায় পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে একটি কমিটি করার কথা উল্লেখ আছে । ওই কমিটির শীর্ষে আছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং কনভেনার হবেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বি.এল.এল.আর.ও.) । এই কমিটির কাছে উপভোক্তাকে প্রথমে আবেদন করতে হবে । সব দিক বিবেচনা করে তারা সম্ভাব্য উপভোক্তাদের একটি তালিকা তৈরি করবেন । পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে যে তালিকাটি তৈরি হল পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তালিকাটি জেলা ভূমি এবং ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে ।
- ইন্দিরা আবাসের বাড়ি তৈরির জন্য খুব নিচু জমি পাওয়া গেলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় জমির মান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । সেক্ষেত্রে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনায় এই কাজটিকে নথিভুক্ত করতে হবে ।
- ইন্দিরা আবাস যোজনার সহায়তায় তৈরি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও ধূমহীন চুলা থাকতেই হবে । এর জন্য উপভোক্তাকে আলাদা করে সহায়তা দেওয়া হয় না । কিন্তু উপভোক্তা যদি মনে করেন যে

শৌচাগার তৈরি ও ধুমহীন চুলার জন্য তার বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন জানাতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েত তাকে টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন-এর থেকে বিশেষ সহায়তা দিতে পারে ।

ইন্দিরা আবাস যোজনার পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির বিভিন্ন পর্যায় এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভূমিকা

প্রথম পর্যায়

দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে (পি২=১ এবং পি২=২) দরিদ্রতম মানুষকে (পি২=১) চিহ্নিত করে উপভোক্তাদের তালিকা প্রস্তুতি

গ্রাম পঞ্চায়েত

- প্রতিটি গ্রাম সংসদের উপভোক্তার তালিকা গ্রাম সংসদ সভায় পেশ করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা
- গ্রাম সংসদে অনুমোদিত এবং গ্রাম সভায় অগ্রাধিকার দেওয়া উপভোক্তাদের তালিকা থেকে কোনও নাম না কেটে বা নতুন নাম না ঢুকিয়ে উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ

পঞ্চায়েত সমিতি

- গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো গ্রাম সংসদে অনুমোদিত উপভোক্তাদের অগ্রাধিকার তালিকা গ্রহণ এবং তা জেলা পরিষদে দাখিল করা

দ্বিতীয় পর্যায়

সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা এবং বাড়ি তৈরি করার জন্য উপভোক্তাদের মধ্যে তা বন্টন করা এবং একইভাবে ইন্দিরা আবাস যোজনায় নির্মিত গৃহের সংস্কারের জন্য অর্থ প্রদান

গ্রাম পঞ্চায়েত

- গ্রাম পঞ্চায়েতের কমপক্ষে তিন জন সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের একজন প্রতিনিধি এবং সভাপতির একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে চিহ্নিত উপভোক্তাদের চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান ও অর্থ প্রাপ্তির রসিদ গ্রহণ

জেলা পরিষদ

- সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে জানিয়ে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা
- মোট বরাদ্দের ৩ শতাংশ যাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যয়িত হয়, তা সুনিশ্চিত করা

তৃতীয় পর্যায়

বাড়ি তৈরি করে দেওয়া এবং সঠিক ভাবে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করা এবং মূল্যায়ন করা

গ্রাম পঞ্চায়েত

- প্রকল্পটি ঠিকমতো নির্বাহ হচ্ছে কিনা তার অগ্রগতি পরিদর্শন করা এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে তা জানানো

পঞ্চায়েত সমিতি

- প্রকল্পটি ঠিকমতো নির্বাহ হচ্ছে কিনা তার অগ্রগতি পরিদর্শন করা এবং মূল্যায়ন করা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে পাঠানো সদ্ব্যবহার পত্রগুলি গ্রহণ করা এবং একত্রীকৃত সদ্ব্যবহার পত্র জেলা পরিষদের কাছে পাঠানো

চতুর্থ পর্যায়

এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করা এবং উচ্চ স্তরে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পাঠানো

গ্রাম পঞ্চায়েত

- প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ পত্র সহ ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থ দেওয়া
- পঞ্চায়েত সমিতিতে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পাঠানো

পঞ্চায়েত সমিতি

- সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং তা সংকলিত করে জেলা পরিষদে পাঠানো

জেলা পরিষদ

- সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির একত্রীকৃত প্রতিবেদন জেলা পরিষদের সংগ্রহে রাখা এবং সংকলিত প্রতিবেদন রাজ্য স্তরে পাঠানো

পঞ্চম পর্যায়

ইন্দিরা আবাস যোজনার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় নথি হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করা

গ্রাম পঞ্চায়েত

- প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করা এবং তা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রাখা
- ওই প্রতিবেদন পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো

সামাজিক সহায়তার জন্য পরিকল্পনা

সামাজিক সহায়তার জন্য পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার গুরুত্ব

ভারতের সংবিধানে এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি পাঁচ বছরের এবং একটি এক বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্য মাথায় রেখে এবং একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হবে এমনভাবে পরিকল্পনা করা - যাতে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর উপযুক্ত সহায়তা পেতে পারেন । সমাজে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন, অসহায়, বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী), দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন - তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সহায়তা দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের সামাজিক সহায়তার জন্য পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক । এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প/কর্মসূচি আছে যেগুলির অধিকাংশই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয় । এই সকল কর্মসূচির সুষ্ঠু ও যথাসময়ে রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা করা পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব ।

কাদের জন্য সামাজিক সহায়তা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজে যারা সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, বিশেষ করে বয়স্ক, দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন, তাদের জন্যই সামাজিক সহায়তা । সেই সব মানুষকে নিরপেক্ষভাবে খুঁজে বের করে তাদের জন্য উপযুক্ত সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের । এই ধরনের মানুষগুলিকে নীচে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে ।

- অসহায়, অশক্ত, দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যাদের নিজের বলতে কেউ নেই বা থাকলেও তারা দেখে না
- অসহায় ও অনাথ দরিদ্র শিশু
- শিশু শ্রমিক
- অসহায়, দরিদ্র বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা/একা মহিলা
- অসহায়, দরিদ্র চালচুলোহীন ভবঘুরে মানুষ
- বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) মানুষ

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সামাজিক সহায়তা মূলক কর্মসূচিগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতির আওতায় আসে । পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির আওতায় আসে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক সহায়তা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি কর্মসূচির পরিচালনার দায়িত্বে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ এবং খাদ্য বিভাগ । কিন্তু সামাজিক সহায়তা মূলক কর্মসূচির জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান থেকে পরিকল্পনা ও তদারকি না করা হলে ওই সব কর্মসূচির সহায়তা প্রাপকদের হাতে দ্রুত পৌছানো সম্ভব হবে না, অন্য দিকে এই সব কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে না ।

সামাজিক সহায়তার জন্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও পদ্ধতি

সামাজিক সহায়তার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা দুই ধরনের হতে হবে । প্রথম ভূমিকা হবে - যে সব সহায়তা বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে নানান ধরনের সহায়তা দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন মানুষের কাছে পৌছনোর কথা,

সেগুলি যাতে যথাযথ ভাবে, যথা সময়ে এবং যথাযথ পরিমাণে পৌঁছয় তার জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা দেওয়া। দ্বিতীয় ভূমিকা হবে - বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে নানান ধরনের সহায়তা পাওয়ার পরেও যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে সেগুলি পূরণ করার জন্য এবং দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পনা করা দরকার, যাকে দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। এই দারিদ্র উপ-পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ পরিবারগুলির সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে সব সহায়তা দেওয়া যেতে পারে সেগুলিকে একত্রিত করে উল্লেখ করা দরকার।

উদাহরণ হিসাবে ৪ জন সদস্যের একটি দুঃস্থ পরিবারের কথা ধরা যেতে পারে, যাদের অবস্থা খুবই খারাপ কারণ পরিবারটির কোনও স্থায়ী সম্পদ নেই, পরিবারের প্রধান সদস্য দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ এবং অন্য কারুর কোনও স্থায়ী রোজগারের উপায় নেই। এই ধরনের পরিবারের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। যেমন আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় পরিবারটিকে আনা যেতে পারে - অবশ্য যদি গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় পরিবারটির প্রাপ্ত নম্বর ৩৩-এর কম এবং ২ নং সূচকে পরিবারটি ১ বা ২ নম্বর পেয়ে থাকে। আবার পরিবারটির প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সদস্যকে স্বনির্ভর দলে সংগঠিত করা যেতে পারে। যে সদস্য অসুস্থ তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১৪ বছরের কম বয়সী কোনও শিশু থাকলে তাকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। পরিবারটির জব কার্ড থাকলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় তার জন্য কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি জব কার্ড না থাকে অথচ পরিবারটি কাজ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে প্রথমে জব কার্ড তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। আবার, পরিবারটির জন্য আরও কোনও বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন হলে তা সহায় কর্মসূচির তহবিল থেকে করা যেতে পারে। এছাড়াও পরিবারটির জন্য এমন কোনও সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে যা কোনও কর্মসূচি / প্রকল্পের আওতায় করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের একটি অংশ এই ধরনের কাজে খরচ করা যেতে পারে। এই ভাবে প্রত্যেকটি গ্রাম সংসদের সব কয়টি দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারের জন্য একটি করে দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা এবং একইভাবে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা করা আবশ্যক। এই বিষয়ে **সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি**-র নির্দেশিকায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, সামাজিক সহায়তার জন্য পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

সহায়তার ধরন অনুসারে এই কাজগুলি এক দিকে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনি একাধিক উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতিরও অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্য দিকে আবার তা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি / প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনারও অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনা শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হবে; স্বনির্ভর দল সংক্রান্ত বিষয়টি নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতির আওতাভুক্ত হবে; এবং প্রতিটি কাজই সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির নিজ নিজ কর্ম পরিকল্পনায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। না হলে সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে কর্ম পরিকল্পনা বা উপ-পরিকল্পনা মিলবে না, সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাটি কখনই সামগ্রিক পরিকল্পনা হবে না। এই কারণে সব কয়টি উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতি এক সাথে বসে সামাজিক সহায়তার জন্য পরিকল্পনা করলে সুবিধা হবে। আবার খেয়াল রাখতে হবে যে চাহিদার তুলনায় প্রাপ্তব্য সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। তাই এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রয়োজন অনুসারে পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়া যায় এবং তাদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন হয়। এক্ষেত্রে সঠিক ভাবে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। এই কারণেই প্রয়োজন প্রতিটি পরিবারের তথ্যের পাশাপাশি সামগ্রিক তথ্য ও এলাকার বাস্তব অবস্থান এবং তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ।

সামাজিক সহায়তার পরিকল্পনার জন্য তথ্য

গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করলে এলাকায় দুঃস্থ পরিবারগুলির একটি প্রাথমিক তালিকা পাওয়া যাবে । পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে এই পরিবারগুলির তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগ্রহ করতে হবে । তবে এই তালিকা চূড়ান্ত করার আগে স্থানীয় ভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও স্বনির্ভর দলের সহায়তায় এই তালিকাটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার এবং এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি / ব্লককে জানানো দরকার । এছাড়াও পাড়া বৈঠকে সামাজিক মানচিত্রে এই পরিবারগুলিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং তাদের দুঃস্থতার কারণগুলিও লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে । এই ভাবে গ্রামের সকলে মিলে পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হলে সমগ্র কাজটিতে স্বচ্ছতা থাকবে এবং সঠিক ভাবে অগ্রাধিকার করাও সম্ভব হবে । এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর বা অন্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমেও সামাজিক সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা আবশ্যক । সামাজিক সহায়তার জন্য পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সম্বন্ধে পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হল ।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বা সহায়তায় রূপায়িত সামাজিক সহায়তামূলক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

- অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা
- অন্নপূর্ণা যোজনা
- ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প
- বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প
- বিধবা ভাতা প্রকল্প
- ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্প
- ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্প
- জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্প
- ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প
- অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প
- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি
- ইন্দিরা আবাস যোজনা

অন্যান্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা বা সামাজিক সহায়তা প্রকল্প

বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম	কী পাওয়া যাবে	কখন পাওয়া যাবে	কী শর্ত
নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ	বার্ধক্য ভাতা	মাসে ৭৫০ টাকা	৬০ বছর বয়স হলে	প্রার্থীকে বিপিএল তালিকাভুক্ত হতে হবে
ওই	বিধবা ভাতা	মাসে ৭৫০ টাকা	বিধবা হলে এবং পুনর্বার বিবাহ না হলে	প্রার্থীকে বিপিএল তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং প্রার্থী যদি বিধবা হন
ওই	প্রতিবন্ধী পেনশন	মাসে ৭৫০ টাকা	প্রতিবন্ধী হলে	প্রার্থীকে বিপিএল তালিকাভুক্ত এবং প্রতিবন্ধী হতে হবে
মৎস্য বিভাগ	মৎস্যজীবীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা	মাসে ৭৫০ টাকা	কমপক্ষে ৬০ বছর বয়স হলে	প্রার্থীকে বিপিএল তালিকাভুক্ত এবং মৎস্যজীবী হতে হবে
কৃষি বিভাগ	কৃষি পেনশন	মাসে ৭৫০ টাকা	কমপক্ষে ৬০ বছর	১ একরের কম জমি থাকা চাষী

বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম	কী পাওয়া যাবে	কখন পাওয়া যাবে	কী শর্ত
			বয়স হলে	অথবা ২ একরের কম জমি থাকা ভাগচাষী অথবা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক হতে হবে
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগ	কারিগরদের জন্য বার্ধক্য ভাতা	মাসে ৫০০ টাকা	কমপক্ষে ৬০ বছর বয়স হলে	৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী বৃদ্ধ শিল্পী হতে হবে
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগ	তাঁতীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা	মাসে ৫০০ টাকা	কমপক্ষে ৬০ বছর বয়স হলে	৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী বৃদ্ধ তাঁতী হতে হবে
পশ্চাৎপদ শ্রেণি উন্নয়ন বিভাগ	আদিবাসীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা	মাসে ৫০০ টাকা	কমপক্ষে ৬০ বছর বয়স হলে	প্রার্থীকে বিপিএল তালিকাভুক্ত এবং আদিবাসী হতে হবে
ত্রাণ বিভাগ	খয়রাতি সাহায্য (জি আর)	প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাসে ১২ কেজি এবং শিশুদের জন্য মাসে ৬ কেজি গম	প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ক্ষয়ক্ষতির জন্য	প্রার্থীর নাম পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদিত দুঃস্থ ব্যক্তির তালিকায় থাকতে হবে

বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে যে সকল সামাজিক সহায়তা মূলক কর্মসূচি রূপায়িত হয়ে থাকে, সেগুলির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা প্রধানত উপভোক্তা নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । আবার কর্মসূচির তহবিল সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমেই খরচ করা হয় । তবে, একই ব্যক্তি বা পরিবার যাতে একাধিক সুবিধা না পান তার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে । সব সামাজিক সামাজিক সুরক্ষা বা সহায়তা সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলিরই বিশেষ উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্ট শর্ত বা নিয়ম-নীতি এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য দল (টার্গেট গ্রুপ) আছে । পরিকল্পনা করার সময় প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য দল ও নিয়মনীতি অনুসারে নিরপেক্ষভাবে উপভোক্তা নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক ।

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা

পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায় পরিকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্ব

সাধারণভাবে পরিকল্পনার কথা হলে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিই সবার আগে উঠে আসে । সম্ভবত তার একটি বড় কারণ এই যে পরিকাঠামো উন্নয়ন চোখে দেখা যায়, এর অগ্রগতি সহজেই মাপা যায় এবং একই সঙ্গে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পরিকাঠামো বলতে প্রধানত রাস্তা, কালভার্ট, সেতু, নিকাশি ব্যবস্থা, হাট-বাজার ইত্যাদির কথাই মনে হয় । কিন্তু এর পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারগুলির বাস্তু উন্নয়ন, কোনও এলাকার সামগ্রিক বাস্তু বিকাশ এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ উদ্যোগও পরিকাঠামো উন্নয়নের আওতায় আসবে । এগুলি ছাড়াও সামাজিক পরিকাঠামো (প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি) উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাও পরিকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম অঙ্গ । সামাজিক উন্নয়ন অর্থাৎ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই কারণেই সামাজিক উন্নয়নের সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার সময়েও এই পরিকাঠামোগুলির উল্লেখ করা হয়েছে । সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতির মাধ্যমেই সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের চাহিদা উঠে আসবে এবং তাদের সহযোগিতাতেই এই কাজগুলি রূপায়িত হবে । সংশ্লিষ্ট সব কয়টি উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতি একত্রিত হয়েই বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি অনুসারে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকি করবে ।

বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল সহস্রাব্দের লক্ষ্যে এবং দেশ তথা রাজ্যের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে স্থানীয় স্তরেই পরিকল্পনা করা । সহস্রাব্দের লক্ষ্য তথা দেশ এবং রাজ্যের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে স্থানীয় স্তরে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী করা দরকার তা স্থির করাই বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার প্রথম ধাপ । সহজ ভাষায় বলতে গেলে আগামী এক বছর, পাঁচ বছর এবং ১৫ বছরের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের উন্নয়ন আবশ্যক তা স্থির করাই হল স্থানীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আগামী এক বছরে কী কী করা যেতে পারে প্রাপ্তব্য তথ্য বিশ্লেষণ করে তা স্থির করা এবং কর্মসূচি নির্বাচন করাই হল পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বার্ষিক পরিকল্পনা । অর্থাৎ এর মধ্যে যে কাজগুলি পঞ্চায়েতের যে স্তরে করা প্রয়োজন ও সম্ভব সেগুলি সেই স্তরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে । এর পাশাপাশি যে কাজগুলি ওই স্তরে করা সম্ভব নয় সেগুলি তার পরবর্তী স্তরে করার জন্য প্রস্তাব করা ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য

- এলাকার প্রতিটি পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা
- এলাকার প্রতিটি পাড়ার মধ্যে সারা বছরের চলাচলের উপযোগী রাস্তা সুনিশ্চিত করা
- প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রের ন্যূনতম পরিকাঠামো (নিজস্ব বাড়ি, শ্রেণি-ভিত্তিক ঘর, মিড-ডে-মিলের রান্নাঘর, নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা) সুনিশ্চিত করা
- স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ন্যূনতম পরিকাঠামো (নিজস্ব বাড়ি, শিশুদের খাবার রান্নার জন্য রান্নাঘর, নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা) সুনিশ্চিত করা
- প্রতিটি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো (নিজস্ব বাড়ি, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আলাদা ঘর, নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা) সুনিশ্চিত করা
- গৃহহীন পরিবারগুলির বাস্তুভিটার উন্নয়ন এবং আবাসনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া
- বাস্তুহীন পরিবারগুলির জন্য বাস্তুজমির এবং আবাসনের ব্যবস্থা করা

- প্রতিটি পাড়ায় স্বাস্থ্যসম্মত নিকাশি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা
- এলাকার প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া
- স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জীবিকার সুযোগ প্রসারণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্কশেড তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ
- স্বনির্ভর দল, উপ-সংঘ, সংঘের নিজস্ব বাড়ি সহ অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া
- এলাকায় হাট-বাজারের উন্নয়ন সহ স্থানীয় বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া
- এলাকায় ক্ষুদ্র-শিল্প প্রসারের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন

স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার সময় তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট তথ্য-ভিত্তিক হওয়া দরকার । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি হয় এলাকার সর্বত্র সব ঋতুর উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, তাহলে আগামী এক বছরের মধ্যে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী করা সম্ভব হবে তা বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অংশে উল্লেখ করতে হবে । এই লক্ষ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা স্থির করা আবশ্যক ।

উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং এলাকাগত বৈষম্য দূর করা । সেই কারণেই পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করার সময় তফসিলী জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং দরিদ্র পরিবারের মহিলা ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির এবং পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলির উন্নয়নের বিষয়কে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে একাধিক রাস্তা তৈরির চাহিদা উঠে আসতে পারে । কিন্তু প্রাপ্তব্য সম্পদ অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার স্থির করার সময় সেই রাস্তাগুলিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে যেখানে তফসিলী জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস বেশি এবং এই উন্নয়নের সুফল তাদের বেশি কাজে লাগবে । একইভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলির উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে ।

পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে ধারণার জন্য তথ্যের উৎস

উপরে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য সবার আগে নিজ নিজ এলাকায় পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক । বর্তমান অবস্থানের ভিত্তিতেই আগামী এক বছর বা পাঁচ বছরে কী কী করা যেতে পারে অর্থাৎ কর্ম পরিকল্পনা স্থির করা আবশ্যক । এর জন্য নিজ নিজ স্তরে (জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত) যে তথ্যগুলি রয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করা দরকার । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের কাছে রয়েছে যে তথ্যগুলি সেগুলিও সংগ্রহ ও সংকলন করে এলাকার বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করা আবশ্যক । এছাড়াও ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা সমন্বিত মানচিত্রের সহায়তায় এলাকায় পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থান জানা যেতে পারে এবং কোন এলাকায় কী ধরনের উন্নয়ন আবশ্যক তার একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে ।

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় নির্বাচিত যে ৯২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী প্রক্রিয়ায় সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা কাজ চলছে, সেই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামবাসীদের তৈরি গ্রাম সংসদ ভিত্তিক সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্র এবং ক্ষেত্রভিত্তিক সংকলিত তথ্য থেকে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে । এর পাশাপাশি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের এলাকা এবং গ্রামবাসীদের চাহিদাও এই সহভাগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উঠে আসে । এই সমগ্র কাজটি সঞ্চালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ।

এছাড়াও সম্পূর্ণ রোড রেজিস্টার থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার রাস্তা সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যাবে, যদি রোড রেজিস্টারে রাস্তার ধরন, গুণগত মান ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য লেখা থাকে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে । যদি না হয়ে থাকে তাহলে নিজ নিজ স্তরে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে পরিকাঠামোর সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে । এর পাশাপাশি ওই তথ্যগুলি সংকলিত করে অবশ্যই রোড রেজিস্টার তৈরি করতে হবে । এছাড়াও কালভার্ট, সেতু ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য পঞ্চায়েতের সকল স্তরেই পরিকল্পনা করার জন্য অত্যন্ত জরুরি ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য জীবিকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন । এক্ষেত্রে স্বনির্ভর দলের জীবিকার সুযোগ প্রসারণ ও বিপণনের জন্য কী ধরনের পরিকাঠামো দরকার সে সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা দরকার । আবার, সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক । ঠিক তেমনি বাস্তু উন্নয়নের অন্যতম অঙ্গ শৌচাগার নির্মাণ । সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতি প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার তৈরি ও তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেবে, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনাতেও বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, বিশেষ করে যেখানে অনেকের ব্যবহারের জন্য সাধারণ শৌচাগার প্রয়োজন ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি এবং পরিকল্পনার জন্য সম্পদের উৎস

পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি না থাকলেও প্রায় সব ধরনের কর্মসূচির মধ্যেই পরিকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ থাকে । এক্ষেত্রে অবশ্য কর্মসূচি বা প্রকল্পের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পরিকাঠামোর ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা থাকে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ আছে । আবার স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় স্বনির্ভর দলের জীবিকার সুযোগ প্রসারণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন (যেমন - দলের কাজের জন্য ওয়ার্কশেড তৈরি) করা যেতে পারে । এইভাবে কাজের ধরন এবং তার প্রত্যাশিত সুফল অনুসারে বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্পের আওতায় পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের পরিকল্পনার ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রকল্পের মধ্যে মেলবন্ধন আবশ্যক । যেমন - গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান সম্পদ গ্রামীণ কর্ম সংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির তহবিল । এই তহবিলের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অধিকাংশ রাস্তার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ মাটি ফেলে উঁচু করা বা মোরাম ফেলা এই ধরনের কাজ যাতে অদক্ষ শ্রমিকের জন্য শ্রমদিবস সৃষ্টি করা যায় সেগুলি করা সম্ভব । কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণ (মোরাম, হিউম পাইপ ইত্যাদি) বা দক্ষ শ্রমিকের মজুরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা আছে । এই বিষয়ে আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । এই জন্যই প্রয়োজন অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় ও মেলবন্ধন । যেমন পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা যেতে পারে । নতুন রাস্তা হলে রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিল এবং পুরানো রাস্তার সংস্কারের জন্য দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে উপকরণ কেনা যেতে পারে । আবার একইভাবে দরিদ্র পরিবারের আবাসনের উন্নয়নের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনার সহায়তায় বাড়ি তৈরি করার সুযোগ থাকলেও বাস্তুহীন পরিবারের জন্য এই কর্মসূচি থেকে জমি কেনার সুযোগ নেই । এক্ষেত্রে বাস্তুহীন পরিবারগুলির জন্য পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বাস্তু জমি কেনা যেতে পারে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় বাস্তু জমির উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । সরকারি কর্মসূচি / প্রকল্প তথা প্রাপ্তব্য সকল সম্পদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে স্থানীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিতপরিকল্পনা রচনার জন্য একদিকে যেমন স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক ধারণা থাকা আবশ্যক, অন্যদিকে সকল কর্মসূচি / প্রকল্প সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান প্রধান কর্মসূচি/প্রকল্প তথা সম্পদের উৎসের নাম নীচে উল্লেখ করা হল ।

- গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি
- স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনা
- রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিল
- কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের তহবিল
- পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল
- পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল
- উত্তরাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল
- বর্ডার এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BADP)
- গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল
- গ্রামবাসীদের অবদান (শ্রম, উপকরণ বা নগদ টাকা)

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নীতি ও রূপরেখা এবং পঞ্চায়েতের কোন স্তরে কোন ধরনের কাজগুলি করা যাবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক । এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা না হলেও এর মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্প সম্বন্ধেই বিভিন্ন অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে । এছাড়াও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের জন্য সব চেয়ে বড় সম্পদ হল পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল । স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে এই তহবিল থেকে কোন ধরনের কাজ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সেই স্তরের আছে, তবে তা অবশ্যই সামগ্রিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে । এছাড়াও স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন কাজের জন্য গ্রামবাসীদের অবদান সংগ্রহ করেও গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করা বা আরও বেশি সম্পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে । এর ফলে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও মালিকানাও বৃদ্ধি পায় ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা

গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি উপ-সমিতির মধ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করার প্রধান দায়িত্ব শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির । তবে, এই উপ-সমিতির সঞ্চালক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতিগুলির সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । একইভাবে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার প্রধান দায়িত্ব পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির ।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করার সময় **বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি** এবং **কর্ম মানচিত্র** অনুসারেই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজের ধরন স্থির করা আবশ্যক । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে পাকা অর্থাৎ পিচ দিয়ে তৈরি এমন রাস্তা তৈরির প্রধান দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের । কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় মোরাম বা ইঁট বা ঢালাই-এর রাস্তা তৈরির কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে । পাকা রাস্তার ক্ষেত্রেও রাস্তার ধরন, তার মাপ এবং সংযোগকারী এলাকার দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত বড় কাজগুলি সম্পাদনের দায়িত্ব জেলা পরিষদের । প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কোর নেটোয়ার্কের আওতাভুক্ত রাস্তা তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের । একইভাবে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির ।

এছাড়াও একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর দিয়ে যাওয়া রাস্তার তৈরি বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির এবং একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির উপর দিয়ে যাওয়া রাস্তার দায়িত্ব জেলা পরিষদের ।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতেরই । কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু কাজ একদিকে যেমন পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মাধ্যমে সরাসরি রূপায়িত হয়, আর কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হয় । বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে যে কাজগুলি রূপায়িত হবে সেগুলি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির সভায় পেশ ও পাশ করানো হয় । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েতের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাজেটে এই কাজগুলি উল্লেখ করা হয় না । সাধারণভাবে যে সকল কাজের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদ রূপায়নকারী সংস্থা হিসাবে ভূমিকা পালন করে পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট স্তরের পরিকল্পনা ও বাজেটে সেই কাজগুলিরই উল্লেখ করা হয়ে থাকে । তবে, কোনও বিভাগীয় দপ্তর যদি আগে থেকেই কাজের ধরন ও বাজেটের পরিমাণ আগে থেকে বলতে পারে এবং সেই টাকা পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট স্তরের মাধ্যমেই ব্যয় করার সুনিশ্চয়তা থাকে তাহলে তা অবশ্যই পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেই পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাজেট তৈরির সময় কাজের নাম এবং তার প্রত্যাশিত সুফল উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক । এর পাশাপাশি কাজের স্থান (রাস্তার ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ওই জায়গার স্থানীয় নাম ও মৌজা নম্বর) উল্লেখ করতে হবে । এছাড়াও ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা সম্বলিত মানচিত্রে ওই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে । প্রাথমিক ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই কাজ শুরু হলেও ধীরে ধীরে সকল স্তরের পরিকল্পনার জন্যই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে । এর ফলে পরিকল্পনা অনেক বেশি তথ্যভিত্তিক হবে, অগ্রাধিকরণের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রেও এটি কাজে লাগবে । অন্য দিকে, কোন কোন কাজগুলির জন্য উপরের স্তরে প্রস্তাব করা প্রয়োজন তাও খুব সহজেই চিহ্নিত করা যাবে । আবার পরের বছর পরিকল্পনা করার সময় আগের বছরের কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তদারকির নীতি

পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের সুষ্ঠু রূপায়ণ ও তদারকির জন্য পরিকল্পনা করাও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ । বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি অনুসারেই কোন স্তরে রূপায়ণ করা হবে তা স্থির করা আবশ্যক । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের পরিকল্পনায় ধরা যেতে পারে । কিন্তু কর্ম মানচিত্র অনুসারে যেহেতু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কাজ তাই পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে রূপায়ণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকেই দেওয়া আবশ্যক । অন্যদিকে, কিছু কাজ ভেটিং করা আবশ্যক, সেক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অনুসারে কারিগরি ভেটিং করার পরই রূপায়ণ করা সম্ভব । রূপায়ণের সময় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সহ স্থানীয় সংগঠন ও গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার মাধ্যমেই কাজের গুণগত মান এবং সৃষ্ট সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা সম্ভব ।

বিভিন্ন কাজের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্তরে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা আবশ্যক । এই অগ্রগতি পর্যালোচনার সময় সংশ্লিষ্ট সকল উপ-সমিতি বা স্থায়ী সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় । অন্য দিকে, প্রতি ৩ মাসে একবার করে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরের প্রতিনিধিদের একত্রে বসে সমগ্র কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা আবশ্যক ।

সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে নিজস্ব আয় এবং নিঃশর্ত তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার

(নিজস্ব আয়, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ,
রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ বরাদ্দ)

পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় ও নি:শর্ত তহবিলের গুরুত্ব

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য যে সমস্ত বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের নিকট থেকে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই শর্তাধীন । অথচ, এলাকা-ভিত্তিক পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে যায়, সেগুলি পূরণ করা তখনই সম্ভব হবে যদি এক দিকে পঞ্চায়েতের হাতে নিজস্ব তহবিল ও নি:শর্ত তহবিলের নিয়মিত যোগান থাকে এবং অন্য দিকে সেগুলি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে সদ্ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে । এই প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ, রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ বরাদ্দ - এইগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে চারটি অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

প্রথম অংশ

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদের তাৎপর্য

নিজস্ব সম্পদে পরিকল্পনা করা সম্ভব হলে সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা ও নমনীয়তার সুযোগ সবচেয়ে বেশি । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহারের দিক থেকে এখনও পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উঠতে পারেনি । পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় যে পরিমাণ অনুদান কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে তার তুলনায় তাদের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট কম । সেই কারণে পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের এবং সংগৃহীত সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কর ধার্য করে তা আদায় করার ক্ষমতা একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতেরই আছে । অন্য দুইটি স্তরে অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কর ধার্য করা বা আদায় করার ক্ষমতা নেই । তবে তিনটি স্তরের পঞ্চায়েতেরই টোল, অভিকর ও ফি ধার্য করে আদায় করার ক্ষমতা আছে । এই প্রসঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ স্তরে সম্পদ সংগ্রহ উৎসগুলির দিকে একবার আলোকপাত করা দরকার ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের উৎস

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের কিছু উৎস আছে । তার মধ্যে একটি হল করের মাধ্যমে আয় । করের প্রধান উৎস হল গৃহ ও ভূমি কর । এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করণীয় কাজগুলি হল : প্রত্যেক করদাতাকে স্ব-ঘোষণা ফর্ম বা ৫ক বাড়িতে পাঠিয়ে জমি ও বাড়ির মূল্যের তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক করের নির্ধার তালিকা তৈরি করা; কর আদায়কারীর মাধ্যমে কর আদায় করা; করের টাকা স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের জন্য খরচ করা । কেউ যদি কর না দেয়, ১৯১৩ সালের বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট কেস করতে পারে । এই কেস অন্যান্য ফি, রেট, টোল বা অন্য কোন পাওনা না দিলেও করা যাবে । এই কেস করতে হয়, সদর মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত হলে জেলা শাসক বা তাঁর মনোনীত কোন অফিসারের কাছে, বাইরের মহকুমা হলে মহকুমা শাসকের কাছে । গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনিক নিয়মাবলীর সংযোজনী ৩ ভর্তি করে তাঁদের কাছে পাঠাতে হয় । গ্রাম পঞ্চায়েতের কর বহির্ভূত আয়ের উৎসগুলি হল :

বাড়ি তৈরির অনুমতি ফি; বিপজ্জনক ও আপত্তিকর ব্যবসা বাদ দিয়ে সকল পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্যের নিবন্ধীকরণ ও নবীকরণের ফি; যানবাহন নিবন্ধীকরণ ফি; জল অভিকর, আলো অভিকর বা নিকাশী অভিকর; জেনারেটর বা মোটর চালিত গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ছোট গভীর নলকূপের ব্যক্তিগত উদ্যোগের নিবন্ধীকরণ ফি; ব্যক্তিগত বা সরকারি স্থানে হোর্ডিং/পোস্টার/ব্যানার প্রদর্শনকারী বিজ্ঞাপন ফি; গ্রামীণ উৎপাদন বিক্রীত হয় এমন বাজার/হাটের ফি; গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যে সমস্ত রাস্তা/ফেরি/সেতু বা অন্য সম্পত্তি বা সম্পদ থেকে টোল; গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আয় প্রদানকারী সম্পদের থেকে আয়; মোবাইল বা অন্যান্য টাওয়ার বসানোর ফি; প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে তার থেকে আয় ইত্যাদি ।

পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব আয়ের উৎস - উপশুল্ক, ফি ও অভিকর

পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব সম্পদের উৎসের মধ্যে আছে : তার দ্বারা নির্মিত (কাঁচা ও মাটির রাস্তা ব্যতীত) যে কোনও রাস্তা বা সেতু যা পঞ্চায়েত সমিতিতে ন্যস্ত বা তার পরিচালনাধীন এমন রাস্তা বা সেতুর উপর নিম্নলিখিত সর্বোচ্চ হারে টোল বা উপশুল্ক (পথকর); পঞ্চায়েত সমিতিতে ন্যস্ত বা তার পরিচালনাধীন খেয়া পারাপারের জন্য টোল বা উপশুল্ক; পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনাধীন কোনও দেবস্থান, তীর্থস্থান, মেলা ইত্যাদি যেগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট, সেই স্থানগুলির অনাময় ব্যবস্থা (স্যানিটারি) করণের ফি; হাট বা বাজার-এর জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি; পানীয় জল, সেচ বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলে জলকর; কোনও স্থান আলোকিত করার ব্যবস্থা করলে তার জন্য আলোক অভিকর; রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বলে ঘোষিত কোনও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে চালানোর জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি; ঠিকাদার নিবন্ধীকরণের জন্য ফি ইত্যাদি ।

জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস - উপশুল্ক, ফি ও অভিকর

জেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদের উৎসের মধ্যে আছে : জেলা পরিষদের দ্বারা নির্মিত (কাঁচা ও মাটির রাস্তা ব্যতীত) যে কোনও রাস্তা বা সেতু যা জেলা পরিষদে ন্যস্ত বা তার পরিচালনাধীন এমন রাস্তা বা সেতুর উপর টোল বা উপশুল্ক (পথকর); জেলা পরিষদে ন্যস্ত বা পরিচালনাধীন খেয়া পারাপারের জন্য টোল বা উপশুল্ক; জেলা পরিষদের পরিচালনাধীন কোনও দেবস্থান, তীর্থস্থান, মেলা ইত্যাদি যেগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট, সেই স্থানগুলি অনাময় ব্যবস্থা (স্যানিটারি) করণের ফি; মেলার জন্য লাইসেন্স ফি; ঠিকাদার নিবন্ধীকরণের জন্য ফি ইত্যাদি ।

পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহের অবস্থানের উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চয়েত অ্যাকাউন্টস, অডিট ও বাজেট) রুল, ২০০৭ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চয়েতের নিজস্ব আয়ের ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়ম ধার্য হয়েছে । নিজস্ব মোট আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কন্টিনজেন্সি হিসাবে খরচ করতে হবে । এই ভাগের অর্থ থেকে নিজস্ব মোট আয়ের ২০ শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে দিতে হবে খাতাপত্র, কলম ইত্যাদি কেনার জন্য, কিন্তু একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে এই খাতে বছরে সর্বাধিক ১৫০০ টাকা দেওয়া যাবে । অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে গ্রাম সংসদগুলিতে অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ খরচ করতে হবে । নিজস্ব মোট আয়ের অন্তত যে ৫০ শতাংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে গ্রাম সংসদগুলিতে খরচ করতে হবে এই ভাবে - প্রথমেই ৫০ শতাংশ গ্রাম সংসদগুলির ভোটার সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে । এর পরে বাকি ৫০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

নিজে অথবা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রাম সংসদ এলাকায় খরচ করতে পারবে । আর ২০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য নেওয়া প্রকল্পে খরচ করতে হবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের সংগ্রহ যথেষ্ট আশাপ্রদ নয় । গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ প্রকল্প আসে তাতে পুরো এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । কারণ যে যে তহবিলগুলি আসে তার সাথে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে থাকে । কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের খরচের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে পারে । কিন্তু অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের নিজস্ব আয়ের একটা বড় অংশ কনটিনজেনসি বাবদ ব্যবহার করে । সেই কারণে সরকার নিয়ম করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তার নিজস্ব আয় খরচের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম করে দিয়েছে ।

অন্যান্য বিষয়ের থেকে নিজস্ব আয় সংগ্রহ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে সব সময় কম গুরুত্ব পেয়েছে । এর বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ রয়েছে । অনেক চেষ্টা করেও পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে মাথাপিছু নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহে ২০০৫-০৬ এ আদায়ের পরিমাণ টাকার অঙ্কে মাত্র ১২.৬১ টাকা যেখানে ২০০৪-০৫ এ যা ছিল মাত্র ১১.১১ টাকা । যদিও নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ২০০২-০৩ এর তুলনায় ২০০৫-০৬ এ বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ৮৩ শতাংশ, ১৩১ শতাংশ এবং ৩৫ শতাংশ । অবশ্য নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা বলা যেতে পারে । এর ফলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতগুলিতে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ২০০৩-০৪ সালে ৫১.৯১ কোটি টাকা থেকে ২০০৭-০৮ এ ১১২.৮৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে ।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে । মুর্শিদাবাদ জেলার লোচনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তার নিজস্ব সম্পদে ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে প্রায় ৭০টি টিউব ওয়েলের চাতাল বাঁধানো হয়েছে । ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে এই জেলার গুড়াপশলা গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজস্ব তহবিলে সংগৃহীত টাকা দিয়ে শুরু হয় সমাজসেবার কাজ । নিমগ্রামের আব্বাস আলি, বাবু শেখ ও মহম্মদ উজির শেখ, গুড়ার গৌতম শেখ এবং কোড়গ্রামের সীতানাথ মার্জিতের চিকিৎসার জন্যে ওষুধ ও চশমা কেনা হয় নিজস্ব তহবিলের টাকায় । তাছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অপুষ্ট শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার কেনা এবং দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই কেনা হয় ঐ তহবিলের টাকাতেই । সব মিলিয়ে খরচ হয় ৮,১৫০ টাকা । ওই জেলার ভাকুড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের ৬৭৪৩ টাকায় তিনটি গ্রাম সংসদে মিড ডে মিলের জন্য তিনটি রান্নাঘর তৈরি করা হয় । ওই জেলার জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজস্ব তহবিল থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব জমি কেনার জন্যে ৮,২০৫ টাকা খরচ হয় । প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই জনসাধারণের অবদান ছিল উৎসাহজনক ।

এই সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হবে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া এবং সেই সংগৃহীত সম্পদকে স্বাধীনভাবে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজে, বিশেষত দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য সদ্ব্যবহার করা । শর্তাধীন বরাদ্দে যে সকল কাজ করা সম্ভব হবে না, সেই সব কাজ করার জন্য নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করতে পারলে পরিকল্পনার গুণগত মান বেড়ে যায় । তার সঙ্গে আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তা হল - বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে জনসাধারণের অবদান সংগ্রহ করা । যেখানে যেখানে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের মালিকানা বোধ বেড়েছে, সেখানে কোথাও কোথাও ২০ শতাংশ পর্যন্ত অবদান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে ।

দ্বিতীয় অংশ

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ তহবিলের সদ্ব্যবহার

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি করে অর্থ কমিশন তৈরি করে । এর অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে, সারা দেশের পঞ্চায়েতগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া উচিত তা ঠিক করা । বর্তমানে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েতকে টাকা দেয় এবং এই সুপারিশ ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । এই অনুদানের টাকাই দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তহবিল নামে পরিচিত ।

এই তহবিলের ৮০ শতাংশ অর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের তৈরি অনুপাতের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া হয় (২০:২০:৬০ অনুপাতে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বন্টন করা হয়) । বাকি ২০ শতাংশ অর্থ পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব আয় কেমন বাড়িয়েছে তার ভিত্তিতে বন্টন করা হয় ।

দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করার সময় হিসাব রক্ষণ (হিসাব ব্যবস্থার কম্পিউটারইজেশন সহ), তথ্যের কম্পিউটারইজেশন সহ উন্নত তথ্য ভিত্তি তৈরি এবং কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনা সহ সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫%, ১৫% ও ১০% এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫%, ১০% ও ১০% ব্যয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে ।

এছাড়া যে কাজগুলি করা যাবে সেগুলি নিম্নরূপ:

- জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধান ও নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ [রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) ব্যয় ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে গ্রাহক পরিষেবা মূল্য হিসাবে 'জল ব্যবহারকারী কমিটি' বা Pay & Use পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিতে হবে]
- শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ (বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি মেনে অর্থাৎ যে স্তরে যেটি সম্ভব তা বিবেচনা করে)
- উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ রাস্তার আলো, পার্ক, বাগান, খেলার মাঠ, সামাজিক কাজে ব্যবহৃত জায়গা, পিকনিক বা পর্যটন ক্ষেত্র, হাট-বাজার ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ (বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি মেনে অর্থাৎ যে স্তরে যেটি সম্ভব তা বিবেচনা করে)
- প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা সহ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মাধ্যমে নির্মিত রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ
- পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয় তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করা
- নৈমিত্তিক তহবিল (পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তদারকি সংক্রান্ত) বাবদ সর্বাধিক ১%

মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে যে সমস্ত সম্পদ পঞ্চায়েতের মালিকানায় রয়েছে শুধুমাত্র তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ও তা আরো উন্নত করার জন্য দ্বাদশ অর্থ কমিশনের টাকা ব্যয় করা যাবে; নতুনভাবে কোনও সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা যাবে না । দ্বাদশ অর্থ কমিশনের টাকায় যে সমস্ত কাজ করা যাবে না সেগুলি হল : কর্মচারীদের বেতন দেওয়া; গাড়ি কেনা; নতুন পরিকাঠামো তৈরি; অন্য কোনো দপ্তরের কাজ বা সম্পদ তৈরি; শহর এলাকার কোনও কাজ ।

তৃতীয় অংশ

রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ তহবিলের সদ্ব্যবহার

রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ প্রাপ্ত অনুদান ২০ : ২০ : ৬০ অনুপাতে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বণ্টন করা হয় । জেলা পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিকল্পনা রচনা করতে পারে । এই বরাদ্দ সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নীচে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে :

- দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে জীবিকার সুযোগ প্রসারণ সংক্রান্ত কাজ
- প্রারম্ভিক শিক্ষার সার্বিকীকরণ, রোগ প্রতিরোধ, মা ও শিশুর পুষ্টি সহ জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রের কাজ
- জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তার আলো, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি
- পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির নিজঃস্ব পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজ
- গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রত্যেকে প্রাপ্ত অনুদানের ৩০% জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, পুষ্টি, নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রভৃতি সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে পারে
- গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ১৫% অর্থ দরিদ্রদের নিয়ে গঠিত স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে প্রাণীপালন, মাছ চাষ, উদ্যান পালন, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে পারে

মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে যে সমস্ত সম্পদ রয়েছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও অর্থ ব্যয় করা যাবে না ; নতুনভাবে কোনও সম্পদ সৃষ্টির জন্য বা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা যাবে । এই নিঃশর্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় যে সব কাজ করা যাবে না, সেগুলি হল : ইতিপূর্বে সৃষ্ট সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ; বেতন দেওয়া; গাড়ি কেনা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা সংস্কার, কবরস্থান/শ্মশান নির্মাণ বা সংস্কার, অডিটোরিয়াম নির্মাণ বা সংস্কার, সুইমিং পুল বা প্রমোদ উদ্যান তৈরি বা সংস্কার, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বা সংস্কার; পুরসভা এলাকায় কোনও ধরনের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ (বিশেষ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া); এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের আওতায় পড়ে না এমন কোনও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ।

চতুর্থ অংশ

পশ্চাৎপদ এলাকাগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্মসূচি

পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত ভারতবর্ষের ২৫০টি জেলায় **Backward Regions Grant Fund (BRGF)** বা **পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল** নামে কর্মসূচি ২০০৬-০৭ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায় **রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা** নামে যে কর্মসূচি চালু ছিল তার নামে, উদ্দেশ্যে ও বৈশিষ্ট্যে বেশ কিছু পরিবর্তন এনে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে । একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল (২০০৭-১২) পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালু থাকবে ।

Grant Fund বা অনুদান তহবিল নামে পরিচিত হলেও এইটি ঐ সব এলাকায় বাড়তি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার একটি ব্যবস্থা । সেই অর্থে এটি কোন বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি নয় । এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে - কেন্দ্রে ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ । পশ্চিমবঙ্গের যে ১১টি জেলায় এই কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ করা শুরু হয়েছে সেগুলি হল : (ক) জলপাইগুড়ি; (খ) উত্তর দিনাজপুর; (গ) দক্ষিণ দিনাজপুর; (ঘ) মালদা; (ঙ) মুর্শিদাবাদ; (চ) বীরভূম; (ছ) পুরুলিয়া; (জ) বাঁকুড়া; (ঝ) পশ্চিম মেদিনীপুর; (ঞ) পূর্ব মেদিনীপুর এবং (ট) দক্ষিণ ২৪ পরগণা । ১১টি জেলার মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়া অন্য সব জেলায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা নামে কর্মসূচিটি চালু আছে যা আগামী ৩১ শে মার্চ,২০০৯ এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় ।

জেলা স্তরে, এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে রাজ্যের প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভা । পুরসভাগুলিকে সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের পুরসভা বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ সমন্বয় বজায় রাখবে । জেলা স্তরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাগুলির পরিকল্পনার সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবে জেলা পরিকল্পনা কমিটি ।

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত জেলাগুলিতে পরিপূরক আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে, বর্তমানে প্রাপ্তব্য যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটিয়ে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলাকাগত বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য । এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব উদ্দেশ্য পূরণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল :

- স্থানীয় পরিকাঠামোতে এবং উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে গেছে, সেগুলি পূরণ করতে সহায়তা করা ।
- সহভাগী প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, আরো উপযুক্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে শক্তিশালী করা ।
- পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে উপযুক্ত কারিগরি সহায়তা দেওয়া ।
- গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা ।

বর্তমানে রাজ্যের যে ১১টি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে, সেই জেলাগুলিতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু আছে । গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির লক্ষ্য এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে বহুলাংশে মিল আছে । সেই প্রেক্ষিতে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ বাড়তি সহায়তার সঙ্গে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্য সহায়তাকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিকে এবং তার সঙ্গে পুরসভাগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র দূরীকরণের কাজে আরো খানিকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যেতে পারে ।

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বৈশিষ্ট্য

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের দুইটি ধারা : (ক) সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা । পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ, তদারকি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক জেলার জন্য এই খাতে বছরে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত

আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে । (খ) সুসংহত উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে, পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তা । প্রত্যেক জেলা প্রত্যেক বছর তার জন্য নির্দিষ্ট প্রাপ্য বা হক অনুসারে আর্থিক সহায়তা পাবে । এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৯-১০ সালে ও পরবর্তী বছরগুলিতে কোন জেলা তার জন্য নির্দিষ্ট প্রাপ্য বা হক অনুসারে কত আর্থিক সহায়তা পাবে, তার বিবরণ নীচের সারণীতে দেওয়া হল । আপাতত এরই ভিত্তিতে পরবর্তী বছরগুলির জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে ।

ক্রং নং	জেলার নাম	২০০৯-১০ সাল এবং পরবর্তী বছর গুলির জন্য প্রাপ্য হক বা বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১.	জলপাইগুড়ি	২১.৮৮
২.	উত্তর দিনাজপুর	১৭.৬৪
৩.	দক্ষিণ দিনাজপুর	১৪.৮৮
৪.	মালদা	১৯.৮৫
৫.	মুর্শিদাবাদ	২৬.৮১
৬.	বীরভূম	১৯.৮৬
৭.	পুরুলিয়া	১৯.৯৩
৮.	বাঁকুড়া	২১.৮৫
৯.	পশ্চিম মেদিনীপুর	২৮.৫৭
১০.	পূর্ব মেদিনীপুর	২২.৯৭
১১.	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৩০.৬৬
মোট		২৪৪.৯০

যাই হোক, রাজ্য স্তরীয় দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের দ্বারা নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী প্রাপ্য বা হক-এর ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া নি:শর্ত তহবিল বাবদ পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি প্রতি বছর যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ক্ষেত্রেও একই ভাবে, উপরের সারণীতে নির্ধারিত অঙ্কের মধ্যে, প্রাপ্য বা হক-এর ভিত্তিতে, কোন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) এবং কোন পুরসভা বছরে কত পরিমাণে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে তা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে জেলাগুলিকে পৃথকভাবে অবিলম্বে জানিয়ে দেওয়া হবে ।

প্রাপ্য বা হক-এর ভিত্তিতে এই আর্থিক সহায়তা পেতে হলে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাকে যথাযথভাবে পরিকল্পনা করতে হবে । প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভা পরিকল্পনার একক হিসাবে ধার্য হবে । পরিকল্পনা কমিশনের জারি করা পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এই কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে । নীচের স্তর থেকে উঠে আসা পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং সহভাগী প্রক্রিয়ার নীতিতে পরিকল্পনা রচনার কাজ করতে হবে ।

সমাজের সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী যেমন তফশিলী জাতি/তফশিলী আদিবাসী প্রমুখদের জন্য আর্থিক সহায়তার একটি বড় অংশ সদ্ব্যবহার করতে হবে । মূল পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তফশিলী জাতি/তফশিলী আদিবাসীদের জন্য একটি উপ-পরিকল্পনা রচনা করার জন্য এই কর্মসূচির নির্দেশাবলীতে উল্লেখ আছে - যাতে কোন প্রকল্পে বরাদ্দের কত অংশ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ।

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তা পাওয়ার জন্য ২০০৯-১০ সালের জন্য কর্ম পরিকল্পনা

২০০৯-১০ সালের জন্য প্রাপ্য বা হক অনুসারে, সামগ্রিক জেলা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ও পুরসভার জন্য একটি করে নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা তৈরির কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় ১১ টি জেলার জন্যই অবিলম্বে ২০০৯-১০ সময়কালের জন্য দুই ধরনের খাতের আর্থিক সহায়তার জন্য দুই ধরনের পরিকল্পনা করতে হবে : (ক) পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পরিকল্পনা; এবং (খ) ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কর্ম পরিকল্পনা ।

প্রথম ধরনের পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য স্তরে করা হচ্ছে, কেননা এই খাতের সহায়তায় এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলি রাজ্য স্তর থেকে করা হবে এবং এই খাতের সহায়তায় যে সব কাজ জেলায় করতে হবে, সেগুলিও কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য স্তরে করা পরিকল্পনাটির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে । দ্বিতীয় খাতের জন্য আর্থিক সহায়তায়, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কর্ম পরিকল্পনায় কোন কোন কাজ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে, ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কী কী কাজ করা যেতে পারে

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির নির্দেশাবলীতে যেভাবে গ্রাম সভায়/ওয়ার্ড সভায় সহভাগী প্রক্রিয়া সঞ্চালন করে, কর্ম পরিকল্পনা রচনা করে, নীচের স্তরের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে উপরের স্তরের পরিকল্পনা রচনা করার কথা বলা হয়েছে । জেলার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভাগুলিতে যে তথ্যভিত্তি তৈরি হয়েছে, পরিকল্পনা রচনার সময় তা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় হবে । এর পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যথাযথভাবে ব্যবহার করলে (যেমন, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে নিবিড় ভাবে বিকেন্দ্রীকৃত সহভাগী পরিকল্পনার কাজ চলছে সেখানে সহভাগী পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে) পরিকল্পনাটির মান আরো ভাল হবে । এই খাতের আর্থিক সহায়তায় কেবল মাত্র সেই সব প্রকল্পই ধরা যাবে যেগুলি রূপায়ণের জন্য অন্য কোনো উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে না বা যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা যথেষ্ট নয় । আরো উল্লেখ্য যে, এই খাতের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প নির্বাচনের সময় অন্য উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকলে তা কাজে লাগাতে হবে । কাজের সুবিধার জন্য এবং বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জেলার প্রাপ্তব্য মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তাকে চারটি উপ-খাতে চিহ্নিত করা যেতে পারে - (অ) গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-খাত, (আ) পঞ্চায়েত সমিতি উপ-খাত, (ই) জেলা পরিষদ উপ-খাত এবং (ঈ) পুরসভা উপ-খাত ।

কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সময় এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পকে কোন খাতের আওতাভুক্ত করা হবে তা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে - প্রথমত বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি (Principles of Subsidiarity) এবং দ্বিতীয়ত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিন্যস্ত কর্ম মানচিত্র (Activity Mapping) । এই কর্মসূচির আওতায়, প্রাপ্য বা হক-এর সীমার মধ্যে, ব্যাপক অর্থে মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তা কাজে লাগিয়ে জেলার জন্য সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে নীচে উল্লিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে ।

১। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের অফিস পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ

- যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের/পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব অফিস বাড়ি না থাকে কিম্বা যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের/পঞ্চায়েত সমিতির/পুরসভার পরিকাঠামোতে যথেষ্ট ঘাটতি থাকে, তাহলে এই কর্মসূচির আওতায় সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য প্রকল্প ধরা যেতে পারে । প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে/পঞ্চায়েত সমিতিতে যথেষ্ট বসার জায়গা, মহিলাদের ব্যবহারের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা সহ পৃথক শৌচাগার সহ সকলের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার, একটি প্রশস্ত মিটিং হল এবং একটি প্রশস্ত প্রশিক্ষণ কক্ষ থাকলে সুবিধা হয় ।
- জেলা পরিষদের অফিস পরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণ করার প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বমোট বরাদ্দ জেলা পরিষদের মোট বরাদ্দের ১০ শতাংশের বেশি হবে না ।
- পুরসভার অফিস পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ প্রকল্পে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে কোনো বরাদ্দ ধরা যাবে না । উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে হলে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৭০% খরচ করা যেতে পারে এই শর্তে যে বাকি ৩০% অন্য কোনো কর্মসূচি থেকে খরচ করা হবে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ বা পরিকাঠামো উন্নয়ন

- যে সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি নেই, সেগুলির নিজস্ব বাড়ি তৈরির প্রকল্প ধরা যেতে পারে । ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল সরবরাহ করার প্রকল্পও নেওয়া যাবে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে, সে বিষয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশনের পরামর্শ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়ির ভিতরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন (ওয়্যারিং ইত্যাদি) করার জন্য প্রকল্প নেওয়া যাবে । তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পৌনঃপুনিক খরচ মেটানোর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে তবেই এই প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে । বিদ্যুৎ ব্যবহারের পৌনঃপুনিক খরচ মেটানোর জন্য পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে কোনো বরাদ্দ ধরা যাবে না ।

৩। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ বা পরিকাঠামো উন্নয়ন

- যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি নেই, সেই সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য প্রকল্প ধরা যেতে পারে । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জল সরবরাহ করার জন্য নলকূপ বসানো ইত্যাদি কাজও করা যাবে ।

৪। স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ

- যে সব স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের বাড়ির ভিতরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন (ওয়্যারিং ইত্যাদি) করার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পৌনঃপুনিক খরচ মেটানোর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে তবেই এই প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । বিদ্যুৎ ব্যবহারের পৌনঃপুনিক খরচ মেটানোর জন্য পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ ধরা যাবে না ।

৫। তফসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প

- তফসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে : কমিউনিটি হল, খেলার মাঠ, দোকান ঘর তৈরি । এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে সে বিষয়ে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে ।

- তফসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীভুক্ত সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত অন্যান্য কাজগুলিও (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের পরিকাঠামোতে ঘাটতি পূরণ বা পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি) কর্ম পরিকল্পনায় ধরা যেতে পারে ।

৬। অচিরাচরিত উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের মাধ্যমে জেলায় বৈদ্যুতীকরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প

- যেহেতু রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় বৈদ্যুতীকরণের কাজ চলছে, কেবলমাত্র অচিরাচরিত উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের মাধ্যমে জেলায় বৈদ্যুতীকরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । এক্ষেত্রে বনাঞ্চল এলাকার মধ্যে বা নিকটে অবস্থিত গ্রামগুলিতে এবং যেসব ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কেবলমাত্র সেই সব গ্রামগুলিতে এই ধরনের প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।
- যেহেতু এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন অনেক বেশি হবে, অতএব এই ধরনের প্রকল্প কেবলমাত্র জেলা পরিষদের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।

৭। অপুষ্টি-জনিত সমস্যার মোকাবিলা করা এবং পরিপূরক পুষ্টির ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প

- প্রধানত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির কোনো কোনো জায়গায়, প্রধানত শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে অপুষ্টি একটি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে । এই ধরনের কাজের মধ্যে থাকতে পারে : অপুষ্টি-জনিত সমস্যায় ভুগছে - প্রধানত এমন শিশু ও নারীদের চিহ্নিত করা, নির্দিষ্ট সময় ধরে তাদের তৈরি-করা পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি । এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সহায়তা নেওয়া আবশ্যক । অপুষ্টি-জনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য এবং পরিপূরক পুষ্টির ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প সব স্তরের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । তবে এই ধরনের কাজকে পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করলে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে । এই উদ্দেশ্যে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে (যেমন মুর্শিদাবাদ), সেখানকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ এলাকার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।

৮। সমাজের সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া, দু:স্থ ও অসহায় পরিবারগুলিকে সুস্থ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সহায়তার জন্য বিশেষ প্রকল্প "সহায়" রূপায়ণের ক্ষেত্রে সহায়তা

- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, অজস্র পিছিয়ে পড়া, দু:স্থ ও অসহায় পরিবারের জীবন যাপনের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সামর্থ্য নেই । এই ধরনের পরিবারগুলিকে সুস্থ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য বিশেষ প্রকল্প (যেমন খাদ্যের নিরাপত্তা, চিকিৎসায়

সহায়তা, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা) নেওয়া যেতে পারে । এই ধরনের উদ্যোগে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার **সহায়** নামে একটি কর্মসূচি চালু করেছে । এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তা মেটানোর অন্যতম উৎস হিসাবে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের একটি নির্দিষ্ট অংশ সহায় কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত করে রাখতে হবে ।

৯। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প

- জাতীয় কর্ম সংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি, সর্বশিক্ষা অভিযান (সর্বশিক্ষা অভিযানের সহায়তার আওতাভুক্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়ি তৈরি সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে), মিড-ডে মিল প্রকল্প, পানীয় জল মিশন, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, সুসংহত শিশু উন্নয়ন পরিষেবা কর্মসূচি (অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরি সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে), জাতীয় পৌর পুনর্নবীকরণ মিশন - এই সব কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করার জন্য অন্য কোনো আর্থিক সহায়তার উৎস নেই, সেই সব ঘাটতি পূরণ করার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে । কোন স্তরের কোন প্রতিষ্ঠানের কী ধরনের কাজের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি পূরণ করা প্রয়োজন এবং তার জন্য কত টাকা বরাদ্দ ধরা হবে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় ।

১০। পানীয় জলের জন্য বিশেষ প্রকল্প

- পার্বত্য অঞ্চলে এবং তফসিলী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যদি প্রথাগত পাম্প ও নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প কার্যকর না হয়, তাহলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিকল্প প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কিম্বা পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।
- অন্য কোনো উৎস থেকে টাকার যোগান যদি না থাকে, তবে প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকায় ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাবে ।
- রাজ্যের এগারোটি জেলাতেই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও পুরসভা গুলির অফিসে ঘরের ছাদ বা চালার জল ধরে রেখে (Roof top rain water harvesting) সেই জল পানীয় হিসাবে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কারিগরী নির্দেশিকা অনুসরন করে বিশেষ পদ্ধতিতে জলাধার বা ট্যাঙ্ক নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ (জল ধরার ব্যবস্থা, শোষক গর্ত তৈরি, জল পরিশ্রুত করার ফিল্টার তৈরি, পাইপ ও কল লাগানো ইত্যাদি) করার জন্য প্রকল্প তৈরি করা বাঞ্ছনীয় ।

১১। কাজের চাপ সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে সহায়ক কর্মী নিয়োগ এবং তাদের মজুরি বাবদ সহায়তা

- পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের নির্দেশাবলী অনুসারে প্রাপ্তব্য মুক্ত তহবিল বাবদ আর্থিক সহায়তার ৫% পর্যন্ত সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা এবং তাদের মজুরি বাবদ সহায়তার জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।
- এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের নীতি ও নির্দেশাবলী তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে । আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে চারটি জেলার (পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম) পিছিয়ে পড়া ৬৪ টি ব্লকে সহায়ক কর্মী নিয়োগের বিভাগীয় আদেশনামা জারি হয়েছে । রাজ্য সরকারের নীতি ও নির্দেশাবলী ঠিক হওয়ার পর নির্দিষ্ট ভাবে আদেশনামা জারি না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য জেলায় কোনো সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা যাবে না ।

সহায়ক কর্মী নিয়োগ এবং তাদের মজুরি বাবদ সহায়তার জন্য বরাদ্দ টাকা উল্লিখিত চারটি জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলায় উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য সদ্ব্যবহার করা যাবে ।

১২। অন্যান্য বিবিধ কাজ

- পিছিয়ে পড়া এলাকায় দরিদ্র পরিবারের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কেনা, এইচ আই ভি /এইডস (HIV/AIDS) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি (পত্রাঙ্ক ৮৮·১২(১১)-সি সি এ/ডব্লিউ/সি-৩/০৬ নং ১৮-১১-২০০৮ অনুযায়ী) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে ।

২০০৯-১০ সালের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপরের সারণীতে উল্লিখিত কাজগুলিকে রাজ্য স্তর থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় আরো বেশ কিছু ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে - সেগুলি ২০০৯-১০ সালের পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । তা সত্ত্বেও যদি কোনো জেলা ২০০৯-১০ সালের কর্ম পরিকল্পনায় এই কর্মসূচির নির্দেশাবলী অনুসারে সম্ভাব্য অন্য প্রকল্প নেওয়া প্রয়োজন মনে করে, তাহলে তা অবশ্যই উৎসাহ ব্যঞ্জক হবে ।

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য ২০০৯-১০ সালের উপ-পরিকল্পনা (BRGF Component Plan for 2009-10) রচনা ও জমা দেওয়ার সময়সীমা

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য ২০০৯-১০ সালের উপ-পরিকল্পনা রচনার কাজটি অবিলম্বে শুরু ও শেষ করতে হবে । আগে উল্লিখিত কাজগুলির মধ্যে যেগুলি জেলার কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হবে, সেগুলি সম্বন্ধে বিশদ তথ্য দিয়ে, প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাদ্দ ধরে (নির্ধারিত আর্থিক সীমার মধ্যে) ৩১ শে জুলাই, ২০০৯-এর মধ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে পাঠাতে হবে । উল্লেখ্য যে, পরিকল্পনা রচনার আগে সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন । একই ভাবে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর আগে এই কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জেলা পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন । তারপর যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ জেলা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির জন্য ২০০৯-১০ সালের উপ-পরিকল্পনাটি সমন্বিত করতে হবে ।

জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির পরিকল্পনার নথি ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী PlanPlus সফটওয়্যার-এর সহায়তায় তৈরি করতে হবে । যেহেতু কিছু পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে প্ল্যানপ্লাস (PlanPlus) সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার মত উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং সক্ষমতার অভাব রয়ে গেছে, এখনই সমস্ত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে PlanPlus সফটওয়্যারটির ব্যবহার সম্ভব নাও হতে পারে । তাই নথির কাঠামো সম্বন্ধে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়বারদ্দের জন্য যে সব সারণী ব্যবহার করা হবে, সে সম্বন্ধে পৃথকভাবে পাঠানো ইংরাজিতে লেখা সারণীগুলি অনুসরণ করতে হবে । প্রস্তাবিত সারণীগুলি অনুসরণ করা হলে জেলা থেকে পাওয়া কর্ম পরিকল্পনাগুলি জেলা স্তরে বা রাজ্য স্তরে অতি দ্রুত পরখ করে দেখা সম্ভব হবে এবং তারপর PlanPlus সফটওয়্যারটির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে নেওয়া হবে ।

পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল, পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত জেলাগুলিতে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে এমনভাবে শক্তিশালী হতে সহায়তা করা, যাতে তারা এই কর্মসূচির পরিপূরক আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে প্রাপ্তব্য যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটিয়ে, সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করতে পারে - যে পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় করনীয় কাজ সম্বন্ধেও প্রস্তাব থাকবে । অর্থাৎ এই তহবিলের সহায়তায় গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাকে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অঙ্গ হতে হবে ।

এলাকা-ভিত্তিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা সমন্বিত মানচিত্রের সহায়তা (Support of GIS Maps for Spatial Planning)

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষ তথা সমাজের **ভালোর** দিকে পরিবর্তনের জন্য যা হওয়া **প্রয়োজন ও সম্ভব অথচ এখনো হয়নি, প্রাপ্তব্য** সমস্ত সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যে **বাস্তবসম্মত ভাবনাচিন্তা,** তার কাঠামোগত রূপই হল **পরিকল্পনা** । পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে যখন পরিকল্পনা করা হয় তখন এই বিষয়গুলিকেই মাথায় রাখা আবশ্যক । কিন্তু সাধারণত প্রাপ্তব্য সম্পদ অর্থাৎ কেবলমাত্র সরকারি প্রকল্প বা কর্মসূচি থেকে পাওয়া যাবে এমন অর্থ এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা রচনা করা হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে ভালোর দিকে পরিবর্তনের জন্য কী কী প্রয়োজন তার কোনও তথ্যভিত্তি কোনও স্তরেই প্রায় নেই বা থাকলেও পরিকল্পনা রচনার সময় সেগুলি পর্যালোচনা করা হয় না । আবার প্রকল্প-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা রচনার কারণে অনেক সময়েই সঠিকভাবে অগ্রাধিকার নিরূপণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হয় না । অন্য দিকে, এর ফলে এলাকায় উন্নয়নের কাজ হলেও সম্পদের অভাবে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয় না । অথচ সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হলে অনেক ক্ষেত্রেই এই ঘাটতিগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে কোনও একটি এলাকায় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির আওতায় রাস্তা তৈরি করা হলেও ওই কর্মসূচিতে বড় কালভার্ট করা সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে যদি অন্য কর্মসূচির সঙ্গে এই উদ্যোগের সমন্বয় না ঘটানো যায় তাহলে ওই রাস্তাটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না এবং রাস্তা তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য সফল হবে না । এই কারণেই সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্তব্য সকল সম্পদকে (প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক সম্পদ, মানব সম্পদ, পরিকাঠামো সম্পদ, এবং আর্থিক সম্পদ) কাজে লাগিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন ।

কোনও এলাকায় কী ধরনের সম্পদ কতটা আছে তা জানার জন্য সেই এলাকার তথ্য থাকা আবশ্যক । একই ভাবে এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিও এই তথ্য থেকে চিহ্নিত করা সম্ভব । কিন্তু শুধু সংখ্যার ভিত্তিতে অনেক সময়েই এলাকার সমস্যা, সম্পদ বা সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না । যেমন - কোনও একটি গ্রাম সংসদে যদি ২৫০ পরিবারের জন্য ৩টি টিউব ওয়েল থাকে তাহলে সংখ্যার ভিত্তিতে সেখানে আরেকটি টিউব ওয়েলের প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয় । কিন্তু যদি এলাকার সামাজিক মানচিত্রে এই টিউব ওয়েলের অবস্থান চিহ্নিত করা যায় তাহলে দেখা যেতে পারে যে একটি পাড়া, যেখানে ৪০টি পরিবার বাস করে সেখানে কোনও টিউব ওয়েল নেই এবং তাদের প্রায় ১.৫ কিমি দূরে জল আনতে যেতে হয় । আবার কোনও গ্রাম সংসদের শেষ প্রান্তে একটি অতি দরিদ্র ও অসহায় পরিবার বসবাস করতে পারে । পরিকল্পনা রচনার সময় সাধারণভাবে এই পরিবারগুলির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় না । কিন্তু মানচিত্রের সহায়তায় এই ধরনের পরিবারগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে । এই ধরনের এলাকাভিত্তিক বা শ্রেণীভিত্তিক বৈষম্য মানচিত্রের সহায়তায় অনেক ভালো ভাবে চিহ্নিত করা এবং এই বৈষম্যগুলি দূর করার জন্য পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব । একইভাবে পরিকল্পনা রচনার সময় অগ্রাধিকার নিরূপণের ক্ষেত্রেও স্থানীয় মানচিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ।

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার নির্বাচিত ৯২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক উপ-সমিতি পরিকল্পনা ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার জন্য নিবিড় সহায়তা দেওয়ার কাজ চলছে । এই উদ্যোগের আওতায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালনায় গ্রাম সংসদ ভিত্তিক সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্র এবং পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমন্বিত পরিকল্পনা রচনার কাজ চলছে । এক্ষেত্রে মানচিত্রগুলি স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিজেদের আঁকা এবং এগুলি কারিগরিদিক থেকে সঠিক মানচিত্র নয় অর্থাৎ স্কেল বা অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ভিত্তিক মানচিত্র নয় ।

অন্য দিকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত ছবির ভিত্তিতে স্কেল এবং অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ অনুসারে যথাযথ মানচিত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গুণগত মান আরো বাড়ানো সম্ভব । এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আগামী এক বছরের কাজের পরিকল্পনা নয়, দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাও করা সম্ভব । এর পাশাপাশি মানচিত্রের সহায়তায় কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করাও সম্ভব হবে । পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গৃহীত ছবি জাতীয় রিমোট সেন্সিং এজেন্সি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । এই ছবি থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা চিহ্নিত করে তার চতুর্সীমা, মৌজা সীমানা, বড় বা মাঝারি মাপের রাস্তা, বড় বা মাঝারি জলাশয়, পতিত জমি, বনভূমি, পাড়া বা বসতি এলাকা, বিভিন্ন সরকারি অফিস বা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে । অর্থাৎ বর্তমানে কোনও একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান সম্পর্কে এই মানচিত্র থেকে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু এই মানচিত্রে পাড়ার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা, ছোট জলাশয় ইত্যাদি চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা রাস্তার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধেও ধারণা পাওয়া সম্ভব নয় । এই ধরনের মানচিত্রের সহায়তায় গুণগত মানের তথ্যভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব ।

প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই কাজ ২০০৯-১০ সালেই শুরু করা হবে (বর্তমানে এই মানচিত্র তৈরির কাজ চলছে; যে জেলার কাজ যখনই শেষ হবে তখনই তা তাদের দেওয়া সম্ভব হবে । এক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২ কপি করে মানচিত্র দেওয়া হবে, যেখানে বড় বা মাঝারি মাপের রাস্তা, বড় বা মাঝারি জলাশয়, পতিত জমি, বনভূমি, পাড়া বা বসতি এলাকা, বিভিন্ন সরকারি অফিস বা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে । গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সব কয়টি গ্রাম সংসদের ২-৩ জন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পদ দলের সহায়তায় এই মানচিত্রে ছোট ছোট রাস্তা বা এলাকার অন্যান্য সম্পদগুলিকে চিহ্নিত করা আবশ্যক । এর পাশাপাশি একটি রেজিস্টারে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি রাস্তা ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করা দরকার । এই মানচিত্রের সহায়তায় কোনও বিশেষ প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা নয়, সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এলাকা-ভিত্তিক পরিকল্পনা (spatial planning) এবং তার অগ্রগতির নিয়মিত পর্যালোচনা করা সম্ভব । এই বিষয়ে পৃথক নির্দেশিকা শীঘ্রই দেওয়া হবে ।

প্রতিটি রাস্তা বা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সময় বিশেষভাবে যে তথ্যগুলি জানা দরকার সেগুলি হল - রাস্তা / প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থান, উন্নয়নের ক্ষেত্র ও ধরন ইত্যাদি । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে কোনও পাড়ায় একটি রাস্তা থাকলেও সেটি সারা বছর চলাচলের উপযোগী নয় ও রাস্তাটি যথেষ্ট চওড়া নয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থাকলেও তার নিজস্ব বাড়ি নেই । এই ধরনের তথ্য ও মানচিত্র বিশ্লেষণ করে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কী কী করা যেতে পারে এবং এখনই কী কী করা দরকার তা স্থির করা যেতে পারে । এখনই যে কাজগুলি করা দরকার তার জন্য কোন কোন উৎস থেকে অর্থ পাওয়া যেতে পারে তাও চিহ্নিত করা দরকার এবং সেই অনুসারেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে । যে কাজগুলি আগামী বছরের পরিকল্পনার আওতায় ধরা হবে সেগুলিকে বিশেষ সূচকের সহায়তায় মানচিত্রে চিহ্নিত করা দরকার । এছাড়া যে কাজগুলি করা প্রয়োজন অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে করা সম্ভব নয় সেই কাজগুলিও মানচিত্রে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট স্তরে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে । এই মানচিত্রটির একটি কপি রাজ্য স্তরে বিশেষ কারিগরি সহায়তায় হালনাগাদ করে পুনরায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি কম্পিউটারে এই তথ্য ও মানচিত্র রাখার ব্যবস্থা করা হবে । একইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক ব্লক ও জেলার মানচিত্র ব্লক ও জেলা স্তরেও দেওয়া হবে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ।

প্রাথমিক স্তরে সারা বছর নিরাপদ পানীয় জলের যোগান ও তা রক্ষণাবেক্ষণ, সারা বছরের চলাচলের উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির (শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র) এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা গড়ে তোলা সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার স্থির করে পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে । পরবর্তী সময়ে এই পদ্ধতিতে এলাকার কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে ।

পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, অন্যান্য সহায়তা, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় ও তদারকি

যথাযথ পরিকল্পনার জন্য সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা

এই পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিকল্পনার বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে । একই অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে যথাযথ পরিকল্পনার জন্য পঞ্চায়েতের তৎপরতার প্রয়োজন । কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব ও তৎপরতা থাকলেই চলবে না, তার সঙ্গে যথেষ্ট সক্ষমতার প্রয়োজন । এই প্রেক্ষিতে সক্ষমতা বলতে বুঝতে হবে পরিকল্পনা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ সচেতনতা, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যথেষ্ট দক্ষতা, যথাযথ মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাস - এই সব উপাদানের একটি সমন্বিত রূপ, যার অভাব থাকলে যথাযথ পরিকল্পনা করা সম্ভব নয় । বলাই বাহুল্য, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে এখনও নির্ধারিত মানে পৌঁছনো যে সম্ভব হয়নি, তার প্রধান কারণ - যথেষ্ট সক্ষমতার ঘাটতি ।

অত্যন্ত সহজভাবে বলতে গেলে, পরিকল্পনা করে কাজ করার অর্থ - নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে, বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাবনাচিন্তা করে, হিসাব করে, গুছিয়ে কাজ করা । দৈনন্দিন জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে কাজ করা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রারই অঙ্গ, তার জন্য আলাদা করে সক্ষমতা বৃদ্ধির আয়োজন করতে হয় না । কিন্তু স্থানীয় সরকার হিসাবে পরিকল্পনা করতে হলে প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য এবং আধিকারিক ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন - যাতে এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলে যৌথ প্রক্রিয়ায় একই রকম সচেতনতা, জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারেন । বস্তুতপক্ষে, যৌথ প্রক্রিয়ায় যথাযথ সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে যতখানি ঘাটতি থাকবে, যথাযথ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও ততখানি ঘাটতি থাকতে বাধ্য । অতএব, পরিকল্পনার বিষয়ে যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ।

যথাযথ পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

যথাযথ পঞ্চায়েত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে নীচে উল্লিখিত প্রধানত তিনটি উপায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ।

(ক) পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতনতা প্রসার ও ধারণা নির্মাণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও কর্মচারীদের নিয়ে ব্লক স্তরে এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে জেলা স্তরে লোকশিক্ষা সঞ্চারের মাধ্যমে একাধিক বার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করা যেতে পারে ।

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্যদের জন্য এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । ৪-৬টি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্যদের নিয়ে ব্লক স্তরে একটি করে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করা যেতে পারে । একই ভাবে ৩টি করে পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নিয়ে মহকুমা স্তরে বা জেলা স্তরে একটি করে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করা যেতে পারে । অনুরূপভাবে জেলা পরিষদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সমিতির সদস্যদের নিয়ে রাজ্য স্তরে বিশেষ প্রশিক্ষণের করা যেতে পারে ।

(গ) প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতের মনোনীত স্বেচ্ছাসেবী প্রমুখদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পরিকল্পনা বিষয়ক জেলা সম্পদ দল (District Resource Team for Panchayat Planning) গঠন করে, তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণের আওতায় এনে, তারপর তাদের মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও হাতে ধরে সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা প্রসার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে আছে :

- বইপত্র, লিফলেট, চলচিত্র, লোক-সংস্কৃতি ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে পরিকল্পনার বিষয়ে ব্যাপক ও নিরন্তর প্রচার অভিযান
- পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সফল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ
- একই স্তরের এক পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা বিশ্লেষণের জন্য আর এক পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়োজিত করা এবং এইভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা

পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য অন্যান্য সহায়তা

সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছাড়াও প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে । যেমন ফরম, লিফলেট ইত্যাদি ছাপানো, গ্রামে গ্রামে প্রচার, মাঝেমধ্যেই মিটিং/ আলাপ-আলোচনা, কমপিউটারে তথ্য তোলা ইত্যাদি । এই সবের জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানেরই কিছু কিছু আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে । সবচেয়ে ভালো হয় - যদি প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সম্পদ থেকে এই সব বাবদ খরচ মেটাতে পারে । অবশ্য এক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ করার জন্য পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (BRGF) নামে কর্মসূচির আওতাভুক্ত জেলাগুলিতে এই কর্মসূচির আওতায় এবং গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির তহবিল থেকে সব জেলায় ২০১১-১২ পর্যন্ত কিছুটা আর্থিক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে ।

প্রথম অধ্যায়ের ১১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত সরকারের NIC নামে সংস্থার তৈরি করা PlanPlus নামে সফ্টওয়ার ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে । প্রশিক্ষণের পরে এ বিষয়েও প্রয়োজন ভিত্তিক হাতে-ধরে সহায়তারও ব্যবস্থা করা হবে ।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যলোচনার জন্য নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন । পঞ্চায়েতের যে কোনও স্তরে তদারকির জন্য দ্বিস্তরীয় তদারকি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন : (ক) নিজের স্তরের কাজের অগ্রগতি নিজেরাই পর্যলোচনা করা এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া; এবং (খ) নীচের স্তরের পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যলোচনা করা (যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে) । জেলায় দ্বিতীয় ধরনের তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মধ্যেও সমন্বয় বজায় রাখা সম্ভব হবে । পরিকল্পনা বিষয়ক জেলা সম্পদ দলের সদস্যগণও প্রশিক্ষণ ও হাতে ধরে সহায়তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতে ও পঞ্চায়েত সমিতিতে পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যলোচনা করতে পারেন । এছাড়া পরিকল্পনা

প্রক্রিয়ার অগ্রগতি তদারকির অঙ্গ হিসাবে একই স্তরের এক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে অন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনার (peer appraisal) দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে ।

পরিশেষে

উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের জন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকূলে যে পুরস্কার ব্যবস্থা চালু আছে, তার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মানদণ্ড রয়েছে । তার মধ্যে একটি হল যথাযথভাবে পরিকল্পনা করে কাজ করার নিদর্শন । কিন্তু পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে সবচেয়ে যা বেশি দরকার তা হল ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক তৎপরতা, নিরন্তর তদারকি এবং উৎসাহ ও প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা ।

সংযোজিত সারণীগুলি সম্বন্ধে দু-চার কথা

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরের পরিকল্পনা স্বাধীন অথচ পরস্পর অন্তঃসম্পর্কযুক্ত । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি এবং কর্ম মানচিত্র অনুসারে কোনও কাজ পঞ্চায়েতের কোন স্তরে রূপায়িত হবে তা স্থির করা আবশ্যক । সাধারণভাবে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে গ্রাম সংসদ থেকে যে কোনও কাজের চাহিদা উঠে আসে । যদি সেই কাজগুলি গ্রাম সংসদ বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রূপায়ণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট স্তরের পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ স্তরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া আবশ্যক । পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত বিধি অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের বাজেটের সারমর্মের সারণীগুলি সংযোজিত করা হল ।

এর মধ্যে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাটি দ্বিস্তরীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ সব কয়টি গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনার যোগফল । সংযোজনী-১-এ ক্ষেত্রভিত্তিক গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার সারণীটি দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুফল এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে কাজের স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাব, নিরীক্ষা ও বাজেট) বিধি, ২০০৭ অনুসারে গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ও বাজেটের ক্ষেত্রভিত্তিক সারমর্মের সারণীটি (ফর্ম নং ৩৪) সংযোজনী-২ হিসাবে দেওয়া হল । গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা রচনার সময় এমন কিছু কাজ চিহ্নিত হয়েছে যেগুলির রূপায়ণ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই করা সম্ভব । এই ধরনের কাজ এবং একাধিক গ্রাম সংসদকে নিয়ে কাজ বা বেশি কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন এমন কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে (সংযোজনী-৩) । এই কাজগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির । প্রতিটি উপ-সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেটের সারমর্ম সংযোজনী-৪-এ দেওয়া ছক অনুসারে করতে হবে (ফর্ম নং ৩৫) । সংযোজনী-৫-এর সারণীতে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা খাত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত সহ উপ-সমিতিভিত্তিক সমগ্র বাজেটের উল্লেখ করতে হবে (ফর্ম নং ৩৬) ।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও বাজেটের সারণী একই রকম হবে । সংযোজনী-৬-এ পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিভিত্তিক পরিকল্পনার সারণীর একটি নমুনা দেওয়া হল । এক্ষেত্রেও প্রতিটি কাজের প্রস্তাবিত সুফল এবং কাজের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক । পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) বাজেট বিধি অনুসারে স্থায়ী সমিতিভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেটের সারমর্মের সারণী (ফর্ম নং ১) সংযোজনী-৭ হিসাবে সংযোজিত হল । সংযোজনী-৮-এ সমগ্র পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পরিকল্পনা খাত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত সহ স্থায়ী সমিতিভিত্তিক সমগ্র বাজেটের উল্লেখ করতে হবে (ফর্ম নং ২) ।

প্রতিটি স্তরের পরিকল্পনার শেষে সংযোজনী হিসাবে পরের স্তরের জন্য প্রস্তাবিত কাজের একটি তালিকা অবশ্যই থাকা দরকার । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে একটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতির জন্য প্রস্তাবিত কাজের তালিকা যদি সংযোজিত থাকে, তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি তার পরিকল্পনা করার সময় এই কাজগুলি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার স্থির করতে পারে । এটি বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অন্যতম শর্ত ।

সংযোজনী - ১

গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা

বার্ষিক গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দ (২০০......- ০......)

গ্রাম সংসদ .... গ্রাম পঞ্চায়েত .... পঞ্চায়েত সমিতি ....

ক্রং নং	ক্ষেত্র :			কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎস					মোট (টাকা) (৭+৯)	মন্তব্য (কোন স্তরের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব / কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে)
	কাজের নাম	কাজ থেকে প্রত্যাশিত সুফল	কাজের স্থান (মৌজা/দাগ নং/পাড়ার নাম)	গ্রামবাসীদের/উপভোক্তাদের নিজস্ব অবদান			বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প/নিঃশর্ত তহবিল/নিজস্ব আয় থেকে প্রাপ্তব্য তহবিলের নাম	তহবিলের পরিমাণ (টাকা)		
				স্বেচ্ছাশ্রম (অর্থমূল্যে নয়)	উপকরণ (অর্থমূল্যে নয়)	নগদ টাকায়				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
মোট										

.... ক্ষেত্রের মোট ব্যয়বরাদ্দের সারমর্ম				
ক্রং নং	প্রকল্পের নাম *(যেমন - রাজ্য সরকারের নিঃশর্ত তহবিল/দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিল/গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির নিঃশর্ত তহবিল/গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল/*নগদ টাকা হিসাবে প্রাপ্তব্য জনগণের অবদান *ইত্যাদি)*	*বিষয়ভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দ *(টাকা)*		মোট ব্যয়বরাদ্দ *(টাকায়)*
		বিষয়.......	বিষয়......	
১	নগদ টাকা হিসাবে প্রাপ্তব্য জনগণের অবদান			
মোট				

*বিষয় - শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, কৃষি, প্রাণীপালন, শিল্প, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য বিবিধ

ফর্ম - ৩৪ **সংযোজনী - ২**

গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা

বার্ষিক গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের সারমর্ম (২০০.....- ০......)

গ্রাম সংসদ .... গ্রাম পঞ্চায়েত .... পঞ্চায়েত সমিতি ....

জমা

সম্পদের উৎস (কোন খাত)	**চলতি বছরের বাজেট এস্টিমেট (............................ সাল)**	**আগামী বছরের বাজেট এস্টিমেট (............................ সাল)**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জমা : (১) কার্যক্রম / প্রকল্পের তহবিল (২) নিঃশর্ত তহবিল (৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল (৪) অন্যান্য তহবিল (খ) স্থানীয় অবদান :			
মোট			

ফর্ম - ৩৪

সংযোজনী - ২

গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা

বার্ষিক গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের সারমর্ম (২০০.....- ০......)

গ্রাম সংসদ .... গ্রাম পঞ্চায়েত .... পঞ্চায়েত সমিতি ....

খরচ

ক্ষেত্র	উপক্ষেত্র / বিষয়	কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সূত্র					মন্তব্য
		গ্রামবাসীদের/উপভোক্তাদের নিজস্ব অবদান			বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প/নিঃশর্ত তহবিল/নিজস্ব আয় থেকে প্রাপ্তব্য সরকারি সহায়তার পরিমাণ (টাকা)	মোট (টাকা) (৫+৬)	
		স্বেচ্ছাশ্রম (অর্থমূল্যে নয়)	উপকরণ (অর্থমূল্যে নয়)	নগদ টাকায়			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শিক্ষা	শিক্ষা						
জনস্বাস্থ্য	জনস্বাস্থ্য						
* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ	নারী ও শিশু উন্নয়ন						
	সমাজকল্যাণ						
	মোট						
** কৃষি ও সংশ্লিষ্ট	কৃষি						
	প্রাণীপালন						
	মোট						
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প						
পরিকাঠামো	পরিকাঠামো						
অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্র	অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্র						
সর্বমোট							

*নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রের ব্যয়বরাদ্দের সারমর্ম লেখার সময় নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে এবং সমাজকল্যাণ খাতের ব্যয়বরাদ্দের হিসাব আলাদা ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক ।

**একই ভাবে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষি খাতে এবং মাছ চাষ সহ প্রাণীপালন খাতের ব্যয়বরাদ্দের হিসাব আলাদা ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক ।

.... গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা

বার্ষিক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্র ও উপ-সমিতি ভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দ (২০........- ....)

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কর্ম পরিকল্পনা : .... উপ-সমিতি												
ক্রং নং	ক্ষেত্র : কৃষি ও সংশ্লিষ্ট			কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সূত্র							মোট টাকা (৭+১১)	মন্তব্য (কোন স্তরের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব / কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে)
	কাজের নাম	কাজ থেকে প্রত্যাশিত সুফল	কাজের স্থান (গ্রাম সংসদ/ মৌজা/দাগ নং)	গ্রামবাসীদের/উপভোক্তাদের নিজস্ব অবদান			বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প/নিঃশর্ত তহবিল/নিজস্ব আয় থেকে প্রাপ্তব্য তহবিলের নাম	তহবিলের পরিমাণ				
				স্বেচ্ছাশ্রম (অর্থমূল্যে নয়)	উপকরণ (অর্থমূল্যে নয়)	নগদ টাকায়		মজুরি বাবদ মোট ব্যয়	মজুরি বাদে অন্যান্য খাতে ব্যয়	মোট (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১												
২												
৩												
৪												
৫												
৬												
৭												
৮												
মোট												

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মোট ব্যয়বরাদ্দের সারমর্ম				
ক্রং নং	প্রকল্পের নাম *(যেমন - গ্রামীণ কর্ম সংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি/ইন্দিরা আবাস যোজনা/অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা/রাজ্য সরকারের নিঃশর্ত তহবিল/দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিল/গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল/গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্তব্য নিঃশর্ত তহবিল /পশ্চাৎপদ* এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি/সহায় কর্মসূচি/নগদ টাকা হিসাবে প্রাপ্তব্য জনগণের অবদান *ইত্যাদি)*	*বিষয়	ব্যয়বরাদ্দ *(টাকায়)*	মোট ব্যয়বরাদ্দ *(টাকায়)*
১	নগদ টাকা হিসাবে প্রাপ্তব্য জনগণের অবদান			
মোট				

*বিষয় - শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, কৃষি, প্রাণীপালন, শিল্প, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য বিবিধ

গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা

কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি ভিত্তিক ব্যয়বরাদ্দের সারমর্ম (২০০......-০......)

গ্রাম পঞ্চায়েত ...., (পঞ্চায়েত সমিতি ...., জেলা ....)

ক্ষেত্র / বিষয় *	সম্পদের উৎস	বর্তমান আর্থিক বছরের অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ (২০০...... - ০......)		আগামী বছরের অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ (২০০...... - ০......)		মন্তব্য
		প্রাপ্তব্য অর্থ	অনুমিত ব্যয়	প্রাপ্তব্য অর্থ	অনুমিত ব্যয়	
কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত অনুদান						
নিজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত তহবিল						
অন্যান্য আয়						
মোট						

স্বাক্ষর .... সঞ্চালক, ... উপ-সমিতি

*বিষয় - শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, কৃষি, প্রাণীপালন, শিল্প, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য বিবিধ

ফর্ম ৩৬ সংযোজনী -৫

গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার বাজেটের সারমর্ম ২........... - ২...........

গ্রাম পঞ্চায়েত .... **ব্লক** .... **জেলা** ....

আয়

আয় খাত	আগের বছরের প্রকৃত আয় (.............................. সাল)	বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)	আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (................................. সাল)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
ক) কেন্দ্রীয় সরকার / রাজ্য সরকার / জেলা পরিষদ / পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্য অনুদান/ অবদান				
খ) নিজস্ব তহবিল (যেমন - কর, অভিকর, ফি, টোল, অবদান ইত্যাদি)				
গ) অন্যান্য আয়				
ঘ) ঋণ / অগ্রিম / জমা				
ঙ) ব্যাঙ্ক / পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্য সুদ				
চ) বিবিধ আয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়নি				
মোট আয় (প্রারম্ভিক স্থিতি ব্যতীত)				
প্রারম্ভিক স্থিতি				
সর্বমোট				

প্রধান, ... **গ্রাম পঞ্চায়েত**

ফর্ম ৩৬ সংযোজনী -৫

গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার বাজেটের সারমর্ম ২.......... - ২..........

গ্রাম পঞ্চায়েত .... **ব্লক** .... **জেলা** ....

ব্যয়

ব্যয় খাত	বিগত বছরের প্রকৃত ব্যয় (.......................... সাল)										বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (.......................... সাল)										আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (.......................... সাল)										মন্তব্য
	১	২		৩		৪		৫		মোট	১	২		৩		৪		৫		মোট	১	২		৩		৪		৫		মোট	
	অর্থ ও পরিকল্পনা	কৃষি	প্রাণীসম্পদ	শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য	নারী ও শিশু উন্নয়ন	সমাজ কল্যাণ	শিল্প	পরিকাঠামো		অর্থ ও পরিকল্পনা	কৃষি	প্রাণীসম্পদ	শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য	নারী ও শিশু উন্নয়ন	সমাজ কল্যাণ	শিল্প	পরিকাঠামো		অর্থ ও পরিকল্পনা	কৃষি	প্রাণীসম্পদ	শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য	নারী ও শিশু উন্নয়ন	সমাজ কল্যাণ	শিল্প	পরিকাঠামো		
ক) কেন্দ্রীয় সরকার /রাজ্য সরকার/ জেলা পরিষদ / পঞ্চায়েত সমিতির অনুদান/ অবদান থেকে ব্যয়																															
খ) নিজস্ব তহবিল (যেমন - কর, অভিকর, ফি, টোল, অবদান ইত্যাদি) থেকে ব্যয়																															
গ) অন্যান্য আয় থেকে ব্যয়																															
ঘ) ঋণ / অগ্রিম / জমা থেকে ব্যয়																															
ঙ) ব্যাঙ্ক / পোস্ট অফিসের সুদ থেকে ব্যয়																															

ফর্ম ৩৬ সংযোজনী -৫

গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার বাজেটের সারমর্ম ২.......... - ২..........

গ্রাম পঞ্চায়েত .... ব্লক .... জেলা ....

ব্যয় খাত	বিগত বছরের প্রকৃত ব্যয় (.......................... সাল)										বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (.......................... সাল)										আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (.......................... সাল)										মন্তব্য
	১	২		৩		৪		৫		মোট	১	২		৩		৪		৫		মোট	১	২		৩		৪		৫		মোট	
	অর্থ ও পরিকল্পনা	কৃষি	প্রাণীসম্পদ	শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য	নারী ও শিশু উন্নয়ন	সমাজ কল্যাণ	শিল্প	পরিকাঠামো		অর্থ ও পরিকল্পনা	কৃষি	প্রাণীসম্পদ	শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য	নারী ও শিশু উন্নয়ন	সমাজ কল্যাণ	শিল্প	পরিকাঠামো		অর্থ ও পরিকল্পনা	কৃষি	প্রাণীসম্পদ	শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য	নারী ও শিশু উন্নয়ন	সমাজ কল্যাণ	শিল্প	পরিকাঠামো		
চ) অন্যান্য আয় থেকে ব্যয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়নি																															
সমাপন স্থিতি বাদে মোট ব্যয়																															
সমাপন স্থিতি																															
সর্বমোট																															

গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে ব্যয়																	
মোট ব্যয়																	

প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত

'১' - অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি, '২' - কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি, '৩' - শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি, '৪' - নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি এবং '৫' - শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি

.... পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ পরিকল্পনা

পঞ্চায়েত সমিতির / জেলা পরিষদ - এর স্থায়ী সমিতিভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পনা (২০........-.........)

পঞ্চায়েত সমিতির / জেলা পরিষদের পরিকল্পনা : .... স্থায়ী সমিতি

ক্রং নং	কাজের নাম	কাজ থেকে প্রত্যাশিত সুফল	কাজের স্থান (মৌজা/দাগ নং)	বরাদ্দের উৎস	তহবিলের পরিমাণ			মোট টাকা (৭+১১)	মন্তব্য
					মজুরি বাবদ মোট ব্যয়	মজুরি বাদে অন্যান্য খাতে ব্যয়	মোট (টাকা)		
১	২	৩	৪	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									
মোট									

ফর্ম - ১ সংযোজনী - ৭

.... স্থায়ী সমিতির বাজেটের সারমর্ম (২০............ - .... সাল)

.... পঞ্চায়েত সমিতি .... জেলা পরিষদ

আয়

তহবিলের খাত	বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (.. সাল)		আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (.. সাল)		মন্তব্য
	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	
১) কেন্দ্রীয় সরকার / রাজ্য সরকার / *জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্য #অনুদান / অবদান [*পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, # প্রতিটি বিভাগ ও জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্য তহবিলের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা আবশ্যক] (ক) পরিকল্পনা খাত বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ) ইত্যাদি (খ) পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত [শুধুমাত্র অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] বিষয়ের নাম .... (অ) কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (আ) পদাধিকারীদের সাম্মানিক / ভাতা (ই) পদাধিকারী, সদস্য ও কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা (ঈ) বিবিধ খাত ইত্যাদি					
২) নিজস্ব তহবিল (যেমন - অভিকর, ফি, টোল, অবদান ইত্যাদি) বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ) ইত্যাদি					
গ) অন্যান্য আয়					
মোট					

কর্মাধ্যক্ষ, ... স্থায়ী

সমিতি.. পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ

ফর্ম - ২ সংযোজনী - ৮

.... পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের বাজেটের সারমর্ম (২০........ - .... সাল)

আয়														
ক্রং নং	আয় খাত	বিগত বছরের প্রকৃত আয় (......................... সাল)			বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)			বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট (......................... সাল)			আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)			মন্তব্য
		পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	
১	২	৩			৪			৫			৬			৭
১	পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ-এর নিজস্ব তহবিল **(ক)** তহবিলের উৎস [অভিকর, ফি, টোল ইত্যাদি] **(খ)** বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)													
২	রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ / জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্য পরিকল্পনা বহির্ভূত তহবিল [শুধুমাত্র অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] বিষয়ের নাম .... (অ) কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (আ) পদাধিকারীদের সাম্মানিক / ভাতা (ই) পদাধিকারী, সদস্য ও কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা (ঈ) বিবিধ খাত ইত্যাদি													
৩	ঋণ / অগ্রিম / জমা													
৪	অবদান / ভাতা / বৃত্তি													
৫	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ছাড়া রাজ্য সরকার থেকে পরিকল্পনা খাতে প্রাপ্য তহবিল বিষয়ের নাম .... (অ)													

.... পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের বাজেটের সারমর্ম (২০........ - .... সাল)

আয়														
ক্রং নং	আয় খাত	বিগত বছরের প্রকৃত আয় (........................ সাল)			বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (........................ সাল)			বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট (........................ সাল)			আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (........................ সাল)			মন্তব্য
		পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	
১	২	৩			৪			৫			৬			৭
	(আ) (ই) (ঈ)													
৬	রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে পরিকল্পনা খাতে প্রাপ্য তহবিল বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)													
৭	ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প খাতে প্রাপ্য অনুদান বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)													
৮	অন্যান্য আয়													
৯	ব্যাঙ্ক / পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্য সুদ													
১০	বিবিধ আয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়নি													
১১	মোট আয় (প্রারম্ভিক স্থিতি ব্যতীত)													
১২	প্রারম্ভিক স্থিতি													
১৩	**সর্বমোট**													

নির্বাহী আধিকারিক
পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ

সভাপতি / সভাধিপতি
পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ

ফর্ম - ২

.... পঞ্চায়েত সমিতি /জেলা পরিষদের বাজেটের সারমর্ম (২০........ - .... সাল)

ব্যয়															
ক্রং নং	ব্যয় খাত	স্থায়ী সমিতির নাম	বিগত বছরের প্রকৃত আয় (......................... সাল)			বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)			বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট (......................... সাল)			আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)			মন্তব্য
			পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	
১	২	৩	৪			৫			৬			৭			৮
১	পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)														
২	রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ / জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্য পরিকল্পনা বহির্ভূত তহবিল [শুধুমাত্র অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] বিষয়ের নাম .... (অ) কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (আ) পদাধিকারীদের সাম্মানিক / ভাতা (ই) পদাধিকারী, সদস্য ও কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা (ঈ) বিবিধ ইত্যাদি														
৩	ঋণ / অগ্রিম / জমা থেকে ব্যয়														
৪	অবদান / ভাতা /														

ফর্ম - ২ সংযোজনী - ৮

.... পঞ্চায়েত সমিতি /জেলা পরিষদের বাজেটের সারমর্ম (২০........ - .... সাল)

ব্যয়															
ক্রং নং	ব্যয় খাত	স্থায়ী সমিতির নাম	বিগত বছরের প্রকৃত আয় (........................ সাল)			বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (........................ সাল)			বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট (........................ সাল)			আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (........................ সাল)			মন্তব্য
			পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	
১	২	৩	৪			৫			৬			৭			৮
	বৃত্তি থেকে ব্যয়														
৫	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ছাড়া রাজ্য সরকার থেকে পরিকল্পনা খাতে প্রাপ্য তহবিল বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)														
৬	রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে পরিকল্পনা খাতে প্রাপ্য তহবিল বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)														
৭	ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প খাতে প্রাপ্য অনুদান বিষয়ের নাম .... (অ) (আ) (ই) (ঈ)														
৮	অন্যান্য ব্যয়														

ফর্ম - ২ সংযোজনী - ৮

.... পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের বাজেটের সারমর্ম (২০........ - .... সাল)

ব্যয়															
ক্রং নং	ব্যয় খাত	স্থায়ী সমিতির নাম	বিগত বছরের প্রকৃত আয় (......................... সাল)			বর্তমান বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)			বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট (......................... সাল)			আগামী বছরের সম্ভাব্য বাজেট (......................... সাল)			মন্তব্য
			পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	পরিকল্পনা বহির্ভূত	পরিকল্পনা	মোট	
১	২	৩	৪			৫			৬			৭			৮
৯	ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিসের সুদ থেকে ব্যয়														
১০	বিবিধ ব্যয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়নি														
১১	সমাপন স্থিতি বাদে মোট ব্যয়														
১২	সমাপন স্থিতি														
১৩	সর্বমোট														

নির্বাহী আধিকারিক
পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ

সভাপতি / সভাধিপতি
পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ